রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৭৭ সালে অঙ্কিত পেনসিলস্কেচ অবলম্বনে
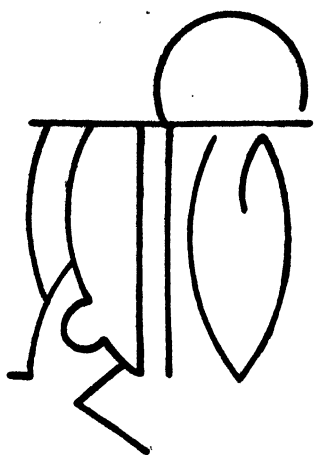
True Copy

P.O. Santiniketan
Dist. Birbhoom, Bengal
E. I. R. Loop Line
28. 2. 41.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নিবেদন,

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্র পাইয়াছেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পত্রের Print করা সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব বিষয় তাঁহার কোন আপত্তি নাই, আপনার নিজের ব্যবহারের জন্য আপনি সেগুলি print করিয়া রাখিতে পারেন। এখন রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো হইলেও, দুর্ব্বলতা আছে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থাকায় আমাকে আপনার পত্রের জবাব দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি ২৮-২-৪১

বিনীত
শ্রীসুধাকান্ত চৌধুরী

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
এ্যডভোকেট, সম্বলপুর।

ভূমিকা

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রগুলি বহুকাল যাবৎ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কতশত জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে এক সময়ে ইঁহাদের স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলাম জানি না। বলা বাহুল্য এগুলি আমার ব্যর্থ জীবনের পরম সম্পদ ও আমার প্রিয়জনদের গৌরবের সামগ্রী। সেই জন্য মূল পত্রগুলি নিজের কাছে রাখিয়া তাহাদের অনুলিপিগুলি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের জন্য স্থায়ী আকারে মুদ্রিত করাইয়া রাখিলাম। ইতি

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
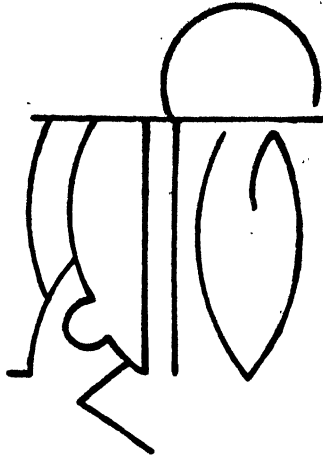
হৃদয়রঞ্জন নয়নরঞ্জন মনোরঞ্জন বাবু,

আমি আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু লিখিতে লিখিতে এত details আসিয়া পড়িল যে, তাহা শেষ করিতে অনেক সময় এবং পুঁথির পাতা ব্যয় করিতে হয়। ততটা সময় ব্যয় করিতে গেলে আমার হাতে আর একটী গুরুতর কাজ যাহা রহিয়াছে তাহার ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য, আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলিয়াছি, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। আমার স্থূল কথা এই যে, বাস্তবিকই ইউরোপীয় লোকেরা এমনি একটা আপাত শোভন মায়াপথে হাত পা বাঁধা হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা ভয়ানক Revolution ভিন্ন তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই। লোকের চক্ষে দেখিতে শুনিতে যাহা ভাল দ্যাখায় সেইদিকেই তাহাদের ষোল আনা দৃষ্টি, ঈশ্বরের চক্ষে যাহা ভাল সে দিকে তাহাদের মূলেই দৃষ্টি নাই। Well being ঈশ্বরের চক্ষে ভাল; কিন্তু কেবল পার্থিব well being, even at the expense of justice, humanity etc., etc. ঈশ্বরের চক্ষে

অপ্রীতিকর। Look at the brutality freely excercised upon গরিব cooly &c…and জীবজন্তু &c…with the devilmade বন্দুক &c…। This is no civilization, this cannot be civilization. It is a misnomer to call it civilization. ইংরাজেরা with all their science and art দৌড়াইতেছে Ruinএর দিকে। Their science and art cannot save them. ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা বিনা Revolutionএ, কোন science and art এবং ধর্ম্মোপদেশের খাতিরে আপনার অনুচিত Powerএর সুখটী ছাড়িবে না।—ভয়ানক বিপদ চাবুক মারিয়া তাহাদিগকে যদি ফিরায় তবেই তাহারা ফিরিবে। আমরাও ইংরাজের হ্যাঁপায় পড়িয়া হাত পা বাঁধা হইয়া—হয় জড় নয় from the frying pan to the fire এইরূপ দুর্গতিতে পড়িয়া গিয়াছি। আমি এইটুকু ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

আপনার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিবার

রসপুর

মন আলোকারী মনোরঞ্জন বাবু,

আপনি ছাড়িয়া পলাইলেন? আপনি প্রধান একটী ভরসা ছিলেন—the right man in the right place—আপনার পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করে এমন একটী লোকও দেখিতেছি না। আপনার শরীর বোলপুরে ভাল থাকে না যখন—তখন কাজেই আমার সুখ বন্ধ; নহিলে আমি আপনাকে ছাড়িতাম না—যেমন করিয়া হউক্ আপনাকে ফিরাইয়া আনিতাম। কলিকাতায় আপনার সহিত দেখা হইবে এই আশায় রহিলাম। আমার চরকা

চলিতেছে—মাকড়সার জাল বুনিতেছি। একটী রসগ্রাহী মধু-মক্ষিকা জাল কাটিয়া পলায়ন করিল। করুণাময় পরম পিতা আপনাকে শারীরিক মানসিক আর্থিক সর্ব্বপ্রকারে কুশলে রাখুন এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আপনার একান্ত অনুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রীতি নমস্কার,

আমি আপনার উপর লেশমাত্র বিরক্ত হই নাই। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে হয় ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার কলমের মুখে ক্লান্তির একটা গ্লানি প্রকাশ হয়ে থাকবে কিন্তু আপনার প্রতি রাগ করবার কোন কারণ ঘটেনি এবং আমি স্বভাবতই যে রাগী তাও নয়।

ফাল্গুনীতে সর্দ্দারের কাজটা ভিতরে থেকে গোপন—যারা তার দ্বারা চালিত হয় তাদের মধ্যেই সর্দ্দারের প্রকাশ—এইজন্যে সর্দ্দারকে আমি অধিকমাত্রায় নাড়াচাড়া করিনি।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় সম্ভাষণ,

যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্য-প্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকা কালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব। প্রসন্ন চিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহা করিবেন এ সম্বন্ধে আপনাকে

অধিক বলা বাহুল্য। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমি তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি। বোধহয় সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাজ বিধিমত চালানো কঠিন নহে ইহা দেখানো সম্ভব। কিন্তু আপনারা যদি আমার শারীরিক মানসিক সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া আমাকে কিছু পরিমাণে নিষ্কৃতি দিতে পারেন তবে আমি নিরুদ্বিগ্ন হই।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার,

সুবোধের বৃহস্পতিবারের পত্র আজ পাইলাম। এতদিনে সে নিশ্চয়ই দিল্লি চলিয়া গেছে। আপনি ইতিমধ্যে দয়া করিয়া মীরাকে পড়াইবার ভার লইবেন। কেবল একঘণ্টা পড়াইলে চলিবে।

রথীরা মার্চ্চমাসে অ্যামেরিকায় রওনা হইবে। অতএব আপনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। শরতের চিঠিখানা পড়িয়া দেখিয়াছেন তাহাতে যদি চ বেশি ভরসা দেয় নাই তথাপি আপনি গিয়া পড়িলে আপনাকে পরামর্শ আদির দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। একবার দুর্গা বলিয়া ঐ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িবেন কি? বারম্বার হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়ান আপনার পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয় নহে। হুগলীর মায়াও আপনাকে ছাড়িতে হইবে—অথচ এমন জায়গায় আপনাকে যাইতে হইবে যেখানে আপনার সহায়

কেহ আছে। কাজ আরম্ভের দুর্গতি সহ্য করিতেই হইবে,—পশ্চিমে একটা সুবিধা এই যে খরচ কম—অল্প কিছু পাইলেই আপনার দিন চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া ভাল আম এবং লিচু যখন খাইবেন তখন নিশ্চয়ই মনে করিবেন এ দেশে আসা আমার বিফল হইল না।

বিদ্যালয় অঞ্চলের খবর কি? কিছুদিন ত আপনি এণ্টেন্স ক্লাসে ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। নিতান্তই কি নৈরাশ্যজনক? রথীদের অধ্যাপনা স্বাস্থ্য এবং সাহিত্য চর্চ্চাদি কিরূপ চলিতেছে জানাইবেন। বোটে আসিয়া বিশেষ আরাম বোধ করিতেছি। কলিকাতায় আমাকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল—শরীরের গ্রন্থিতে দুই একটা থাবাও লাগাইয়াছিল—এখানে আগমন মাত্রেই সমস্ত বেদনা দূর হইয়াছে।

আকাশে মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আপনাদের ওখানে দৈবের অবস্থা কিরূপ?

ইতি রবিবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। সুবোধ আজ রাত্রে বোলপুর যাইতেছে। অবিনাশ বসু নামক Kinder Garten ওয়ালা একটী শিক্ষক পয়লা আগষ্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিবেন—দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়—যথা সময়ে সমস্ত কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি

রাখিবেন। আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোল করিতেছে, তাহা নিষ্পত্তি করিয়া আসিতে হইবে। হয়ত আমার বোলপুর ফিরিতে আরো সপ্তাহ খানেক বিলম্ব হইতে পারে। আপনারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হোরিকে এক ঘণ্টা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কি? আমার শরীর মাঝে যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার চেয়ে ভাল আছে। আপনারা নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কি? ইতি রবিবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

সিংহ তাহার বাড়িতে কালী পূজার দিনে রথী ও প্রেম সিংহকে লইয়া যাইবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই। রথীর পড়াশোনার মধ্যে সম্প্রতি কোন প্রকার অনিয়ম ঘটিতে দিতে ইচ্ছা করি না—বিশেষত যদি দৈবাৎ সেখানে গিয়া অসুখ বিসুখ হয় তবে মুস্কিলে পড়িতে হইবে—অতএব সাবধান থাকাই ভাল। প্রেমের পক্ষেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।

সিংহের হাত দিয়া সেখানকার লাইব্রেরীর জন্য 9 Grant Duff's Mahrattas এবং Letters From A Mahratta Camp বই পাঠাইতেছি। আশাকরি সে যথা অবস্থায় আপনার হাতে তাহা দিবে। এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময়, যে সকল ঘটনা

স্বতন্ত্র ভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন। সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছিল না। সুবোধের সঙ্গে অচ্যুতের ফিরিবার কথা ছিল তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইল জানি না। এবারে ছাত্রদিগকে যাহাতে ভূগোল পড়ান হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন। ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা অদ্ভুত ও হাস্যকর।

আশা করি রথী সন্তোষের পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে। নরেন্দ্র তাহাদিগকে জিয়োমেট্রি পড়াইতেছেন কিন্তু অ্যালজেব্রা ও পাটীগণিত বোধ হয় বন্ধ আছে।

আমি এখানে রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা আছি। আমার স্ত্রীর রোগ এখনো সারিবার দিকে গিয়াছে বলিয়া বলা যায় না। রেণুকার এখনো sore throat চলিতেছে মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে। কেবল শমী সম্প্রতি ভাল আছে। সে বোলপুরে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার ছুটি চাহিতে ছিলেন—কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ছুটী দেওয়া চলে না—এই জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ সত্বেও দিতে পারিলাম না।

হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন সেটা বোধ হয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। হোরির খবরটা দিবেন। ইতি সোমবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার আবেদন খানি আমি সত্যর নিকট পাঠাইয়া দিলাম তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাকে দীর্ঘকালের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এই জন্যেই বিশেষরূপে একজনের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার স্থাপন করিয়া যাইতে হইল—আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এ বন্দোবস্তে তাহা ঘটিবে না বলিয়া আশা করি। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত—নতুবা কার্য্য প্রণালীর ঐক্য রক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সংস্কার স্বভাবতই বিভিন্ন—সেইজন্য বৃহৎ কার্য্যে নিয়মের অধীন থাকিলে অধ্যাপকদের মধ্যে বাধ বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ত্তব্য বিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।

আমি ১২ই মাঘ মেলে যাইব। আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও সতীশকে গুটি কয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।

রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছি। মীরার পড়াশুনা বোধহয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হোরি চলিয়া আসায় আপনাদের অনেকটা অবকাশ ঘটিবে। আমার সঙ্গে কয়েকটী ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A. M. Bose এর ছেলে একটি।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নিবেদন সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনার চিঠি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। এখানে আমার উদ্বেগের কারণ দূর হয় নাই। যদিও স্ত্রীর অন্যান্য উপসর্গ শান্ত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বলতা এত অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে যে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপন কার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়াছিলাম। সেই লেখা আপনারও পড়িয়া দেখিবেন যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম—আপনি, জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষ সমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্য সম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন।

নিয়মগুলির যেরূপ পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

রামকান্ত বাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে—ইহারাও বেতন দিবে। অচ্যুতের আসা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি। অক্ষয় বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।

রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন। এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন। আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে। যখন অবসর পান ইহাতে হাত দিবেন। ইংরাজের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একটি যথার্থ ইতিহাস ছেলেদের জন্য লেখা আবশ্যক। British India নামক একটি চটি বই পাইয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে লেখা সহজ হইবে।

এখনি ডাক্তারের বাড়ী যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি লিখিয়া বিদায় হইতেছি। শুনিলাম কুঞ্জঠাকুর একলা কাজ করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছে। যথার্থ অবস্থা এবং কি করা কর্ত্তব্য আমাকে জানাইবেন। পূর্ব্বে রান্নাঘরে শরৎ নামক যে চাকর কাজ করিত বোধহয় এখন তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে—যদি তাহাকে রাখিলে কাজের সুবিধা বোধ করেন তবে রবিসিংহকে পত্র লিখিয়া তাহাকে আনাইয়া লইবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

জগদানন্দ রেমিটেন্ট জ্বরে শয্যাগত। সুবোধ তাহার কন্যার পীড়ায় আবদ্ধ। এই সকল আশঙ্কাতেই আমি পূজার সময় বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। যাহা হউক এখন কি করিয়া সেখানকার কাজ চলিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিত মহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন। সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে—কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাড়ীতে ব্যাম লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সমস্ত যেন খেলার মত বোধ হইতেছে। সুবোধ যদি এখনও না আসিয়া থাকে তাহাকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। নরেন্দ্রও কি আসেন নি? তাঁহাকেও তাড়া দিবেন। এণ্ট্রেন্স ক্লাসের অঙ্কের কি গতি হইবে? রেমিটেণ্ট জ্বর সারিতে কতদিন লাগিবে এবং তাহার পরে বললাভ করিতেও কতদিন বিলম্ব হইবে কিছুই বলা যায় না—তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়াও দীর্ঘকাল জগদানন্দ পূরা কাজ করিতে পারিবেন না এবং মাঝে মাঝে জ্বরেও পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই—এজন্য আমি বারম্বার তাঁহার কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইয়াছে। আমি ঠিকা লোকের চেষ্টায় রহিলাম কিন্তু উভয়ের বেতন বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে—অতএব জগদানন্দ যে পর্য্যন্ত না আরাম হন ও পূরা কাজ করিবার বললাভ করেন ততদিন তাঁহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে আপনারা মিলিয়া, রথীদের অঙ্কচর্চ্চায় যাহাতে ব্যাঘাত না হয় সে চেষ্টা করিবেন। (শিক্ষকাভাবে আজকাল ছেলেদের অনেকটা সময় হাতে থাকিবে—বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে নষ্ট হইবার দিকে না যায়। রথীকে আপনার

ঘরে শুতে দিবেন—তাহাকে প্রেম প্রভৃতির সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবেন এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়ম রক্ষায় বিশেষরূপে ব্রতী করিবেন। ছাত্রদেব মধ্যে কোন বিষয়ে কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিবেন না। আমি জানি আপনি এ সকল বিষয়ে উদাসীন নহেন তথাপি একান্ত উদ্বেগবশত আপনাকে লিখিলাম। এই অরাজকতার সময়টুকু অপনাকে বিশেষ সচেষ্ট ও সতর্কভাবে চালাইতে হইবে। ইতি বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

নমস্কার সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যেরূপ ছুটী ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপ লইবেন। এ পত্র যথা সময়ে পৌঁছিবে কিনা জানি না। যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল তাহার তালিকা সুবোধ আজও আমাকে পাঠাইল না—সেইজন্য এ পর্য্যন্ত সেগুলি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। ইতি, ৩২শে আষাঢ়। ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম

প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না ?)

আমি আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব। আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আমি কয়েকদিন আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক ছিলাম—কিন্তু সময় পাই নাই—কয়েকদিন নিয়ম রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। সকল বিষয়েই পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইব—বিষেশত আমার অনুপস্থিতি কালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্র নাথকে সকল্ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। এখন হইতে প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এবার শান্তিনিকেতনে আসিবার সময় আপনি এবং জগদানন্দ আপনাদের বিছানা ও ভোজন পাত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন। নরেন্দ্রনাথ কাল টেলিগ্রাফ পাইয়া চলিয়া গেছেন। বোধ করি কাজ পাইয়াছেন। তাঁহার স্থান শূন্য রাখিলাম। সুবোধ এখনো আসিয়া পৌছেন নাই—কাল সকালে আসিতেও পারেন।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যাঙ্কে এখন আমার একবৎসরেরও সঙ্গতি নাই—বৎসর শেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে অতএব এবারকার মত আপনার ঘর যদি না করি মাপ করিবেন—শুনিয়াছি আপনার ভাই এখনো দেশ ছাড়িবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব এখন আপনার তেমন বেশি তাগিদ নাই। পূর্ব্বদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে তাহার উপরে ল্যাবরেটরি ঘর তৈরী করিব, যতদিন না যন্ত্রাদি সংগ্রহ হয় ততদিন কুঞ্জবাবু সপরিজনে সেখানে আশ্রয় লইবেন তাহার পরে তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবেন—কাজ লইবার সময়েই তিনি বাসস্থানের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এখন তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমি নিজের লেখাপড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরী করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছলতা ঘটে তবে দেখা যাইবে। নরেন যদি না আসেন, তবে আপনি ও জগদানন্দ মাঝের ঘরে স্থান লইবেন, আমাকে আপনার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা আমার লেখা একেবারে বন্ধ। সে ঘরে দিনের বেলায় আমি কাজ করিব—রাত্রে যাহার খুসি শয়ন করিতে পারিবেন।

আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া খুসী হইলাম। জগদানন্দের যত্নে নিশ্চয়ই সেখানে আপনাদের কোন অভাব নাই। বোধহয় আহারাদি সম্বন্ধে নিতান্ত তপস্বীর ন্যায় আপনাদিগকে কাল যাপন করিতে হইতেছে না। ফিরিবার সময় কিছু নবদ্বীপের খইয়ের মোওয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন—শান্তিনিকেতনে আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। কৃষ্ণনগরের বাজারে এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহার যোগ্য সোনামুগ প্রভৃতি কোন আহার্য্য দ্রব্য যদি শস্তা পাওয়া যায় মনে করেন (বিপিনকে বলিলেই সে সন্ধান লইবে) তবে এখানকার জন্য, যে

পরিমাণ আপনাদের লাগেজের সঙ্গে সহজে আসিতে পারে লইয়া আসিবেন মূল্য এখানে হিসাব করিয়া লইলেই হইবে। আমি শুক্রবার প্রাতের মেলে কলিকাতায় যাইব—আমার ভৃত্যটিকে যথাসময়ে মুক্তিদান করিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

গত সোমবারে রথী ইনস্পেকটার আফিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে। বুধবারে আপনার পত্র পাইলাম ইতিমধ্যে কেবল দুই তিন দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উৎসবের আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলাম না। এখানে তাহারা সময়ের অপব্যায় করিতেছে না—যত্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছে—বিদ্যার্ণব প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা তাহাদিগকে সংস্কৃত পাঠে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহারা ১২ই মাঘে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বোলপুরে ফিরিবে এবং তাহার পর হইতে কোন কারণেও তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইবে না। লরেন্স সাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে। আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব—ফিরিতে দুই তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য আমি নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি—যাহাতে নিয়ম কোন মতেই শিথিল হইয়া না পড়ে আমি বার বার তাহাকে সে উপদেশ দিয়া দিয়াছি। কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি। এখন হইতে, নিয়ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবেন।

সোমবার ১১ই মাঘ উপলক্ষ্যে ছুটী থাকিবে। যদি ইচ্ছা করেন তবে শনিবার অপরাহ্ণে ছুটী লইয়া সোমবার রাত্রে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন। সত্যেন্দ্রকে এই সম্বন্ধে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। ইতি ৮ই মাঘ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার চিঠিতে সন্তোষের কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। সন্তোষ যে বেশ সহজ স্বাভাবিকতা লাভ করিতে পারে নাই সে পূর্ব্বেই জানিতাম। সে নিজেকে ভুলিতে পারে না এইজন্য তাহার কথা সাজানো কথার মত হইয়া উঠে। এটা একটা মানসিক অস্বাস্থ্যতা, অতএব এ লইয়া ক্রুদ্ধ হইবেন না—তাহার প্রতি করুণা রক্ষা করিবেন এবং স্নেহ করিবেন। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যখন বয়স হইবে এবং সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তখন তাহার এ রোগ কাটিয়া যাইবে। হাম, দাঁত ওঠা প্রভৃতি কতকগুলি অল্প বয়সের শারিরীক রোগ আছে তেমনি আপনাকে ভুলিতে না পারা এবং আপনার শক্তিকে ভুল বোঝা অল্প বয়সের মনোবিকার। এই বিকারকে অনেকেই উত্তীর্ণ হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায়। সন্তোষকেও এই যৌবনসুলভ বিকৃত আত্মচেতনার ব্যাধি কাটাইয়া সহজ মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। সংসারের আঘাত অভিঘাতে আপনিই তাহা ঘটিবে। বিশেষত যাহারা এইরূপ অভিমানগ্রস্ত সংসারে তাহারা প্রকাশ পায় না—তাহারাও অন্যকে পীড়িত করে বলিয়া অধিক আঘাত লাভ করে। সন্তোষকে এই দুঃখের ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে হইবে এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি দয়া রাখিবেন।

সৌভাগ্যক্রমেই রথীকে এই আত্মাভিমান আক্রমণ করে নাই—সে তাহার কোন পত্রে কখনো আভাস ইঙ্গিতেও নিজের গৌরব প্রকাশ করে নাই এ সম্বন্ধে রথী তাহার পিতাকে জিতিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আছে।

ইতি ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনার পত্র শান্তি-নিকেতন হইতে ঘুরিয়া আজ এইমাত্র শিলাইদহ আসিয়া পৌঁছিল। তখন আপনার দুটী ছাত্র রথী ও সন্তোষ এবং অধ্যাপক সুবোধ পদ্মার জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল আমি তীর হইতে তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম। ইহাতে স্নানকারীদের আনন্দ আন্দোলনে পদ্মার তরঙ্গ চাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ভোজের প্রত্যাশা করিতেছে। যদি এখানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ উৎসব সম্পন্ন করেন তবে পদ্মার টাট্‌কা ইলিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইবেন। অতএব অবিলম্বে এখানে আসিবেন।

অধ্যাপক সমিতিতে আপনার স্থায়ী অধিকার আমরা সাদরে রক্ষা করিব। শুদ্ধ তাহাই নহে আমাদের বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা সভাতেও আপনার আসন আমরা পাতিয়া রাখিব এবং সে আসন যেন শূন্য না থাকে আমাদের এই দাবী রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে আপনি নিজের জিনিস বলিয়া মনে রাখিবেন এই আমার অনুরোধ। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই ১৮ই পর্য্যন্ত থাকিবে। যদি অল্প স্বল্প পড়াইবার সুবিধা করিতে পারি তাহা হইলে মাঘ মাসটা তাহারা

এখানেই কাটাইয়া যাইবে। এই সময়টা এখানে বড়ই রমণীয়। জগদানন্দও আসিবেন এমন কথা আছে—তাহা হইলে আপনাদের সেই বোলপুর মাঠের অধ্যাপক Trinity একবার এই পদ্মার উর্ম্মিলীলার মধ্যে মিলিত হইতে পারিবে। মনে রাখিবেন এখানে খেচর ভূচর জলচর ও উভচর কোনো শ্রেণীর খাদ্যই নিষিদ্ধ ও দুর্লভ নহে, সুবোধ প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। আপনি যেদিন ছাড়িবেন তাহার আগের দিন যদি আমরা খবর পাই তবে চরে আসিবার জন্য কুষ্টিয়া হইতে আপনার নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহসই করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালই করিয়াছি। এত ক্লেশেও রেণুকার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই এবং আশা করিতেছি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই সে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পূরা উপকার লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই— বাড়িও বেশ ভাল পাওয়া গেছে—বাতাসটি বেশ সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়—নীচেকার অসহ্য গরম হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছে। শীত এখানে তেমন কড়া রকম বোধ হইতেছে না। গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের শীতের মত হাড়ের কাঁপুনি ধরাইয়া দেয় না। কাল পরশু বৃষ্টি

হইয়া বাতাস বেশ পরিষ্কার হইয়া গেছে—মাঝে মাঝে কুহেলিকার আবরণ সরিয়া গিয়া তুষার শিখর শ্রেণীর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রথীর সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ কিছু স্থির করি নাই। তবে তাহাকে যখন আমেরিকা বা য়ুরোপে পাঠাইতেই হইবে তখন এফ্, এ, পরীক্ষার পড়া পড়াইয়া এই সময়টা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। এই দুই বৎসর তাহাকে যথারীতি শিখাইলে বিদ্যা চর্চ্চার পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়। সম্মুখে পরীক্ষার উত্তেজনা নাই বলিয়া যে তাহাকে শিথিলভাবে পড়ানো হইবে তাহা মনে করিবেন না। যতদূর জানি সে মনযোগ দিয়া পড়া করিতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার লেখা তো অমি আর পাই নাই। হাজারিবাগে থাকিতে কেবল একটী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম—সে সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়াওছি। আপনি বিস্তারিত ভাবে লিখিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু সে লেখা তো আজও আমার হস্তগত হয় নাই।

আপনার সেই রামময়ের স্ত্রীর গল্প সম্বন্ধে শৈলেশকে একটা তাগিদ দিয়া পত্র লিখিবেন—শৈলেশ সেটা সমালোচনীতে বাহির করিবেন বলিয়াছিলেন।

মনে হইতেছে আমি বোলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি যে তিনি আপনার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার ভুল হইয়া থাকে আমাকে জানাইবেন।

কুষ্টিয়ায় আশা করি আপনি ভালই আছেন। সেখানে আপনার কাজ কিরূপ চলিতেছে? ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Santi-Niketan

প্রিয়বরেষু,

এখানকার কাজের সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তাতে আমি লেশমাত্র বিরক্তি বোধ করিনি। বিদ্যালয়ের কাজে শৈথিল্য আছে বলে আমিও অনেক সময়ে উদ্বেগ অনুভব করেছি, সম্পূর্ণ প্রতিকারের পথ দেখতে পাই নে—আমার অবস্থাও এমন যে নিজে এর ভিতরে থেকে সংস্কার সাধন কর্ত্তে পারি নে—তা ছাড়া এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়—দেশে এই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে। আমি তাই এ জিনিষটা উঠিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে প্রস্তাব করি। কর্ত্তৃপক্ষদের এখনো রাজি করতে পারি নি। আশা করি এক সময়ে এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারব।

৭ই পৌষের উৎসব শেষ হয়ে গেল। কয়েকদিনের উৎপাতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ইতি ১২ই পৌষ ১৩৩২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

এইমাত্র আপনার চিঠি পাইলাম। আমি কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে আসিয়াছি। পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শরীর কিছু যেন ভাল আছে অন্তত মন নিরুদ্বেগ থাকাতে অনেক কাজ করিতে পারিতেছি।

শীঘ্র ফিরিব সংকল্প ছিল কিন্তু বোধহয় বিলম্ব হইতে পারে। কাজ পড়িয়াছে।

পনের দিনের অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গেলে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। রুগ্ন কন্যাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিবেন এরূপ প্রত্যাশা করিব না।

কন্যার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আমার মতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শ্রেয় নহে কিন্তু নিকটে যখন অন্য হোমিও-প্যাথির ব্যবস্থা নাই তখন উপায়ন্তর দেখি না।

যাহা হউক রথীর ভার আপনার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্তই আছি জানিবেন। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি। তৎসত্ত্বেও আমার উপরে যে ভার পড়িয়াছে তাহা আমাকে বহন করিতেই হইবে। ভার লাঘব করিবার জন্য আপনারা সকলেই আমার যথার্থ সহায় হইবেন এই আশা আমি সর্ব্বদা একান্তমনে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্ব্বলতা আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড় করিয়া দেখিতেন তবে কোন সঙ্কটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমিও আমার নিজের বা আর কাহারো কোন ত্রুটি দেখিয়া আমার কর্ম্ম

পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু আপনি নিজেকে ভুলিতে পারেন নাই। আপনি ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে আপনার করিয়া লন নাই। এ বেদনা আমার আজও মনে আছে। ইতিমধ্যে যে কোন ঘটনাই হউক্—আপনি, সুবোধ অবং জগদানন্দ আমার অন্তর অধিকার করিয়া আছেন—আমরা আত্মীয় ভাবেই ছিলাম—সে ভাব ভোলা কঠিন। সেই জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনাদের অনাসক্তি ও বিমুখতা আমার পক্ষে চিরকালই ক্লেশকর হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অন্যায় কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না যে বিদ্যালয়ের পক্ষে কোন আশঙ্কা বা অবনতির কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিদিনই আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে বিদ্যালয় তাহার অনেক বালাই কাটাইয়া একটি মহিমাময় নবযৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। সে সকল ভিতরের কথা আপনি জানিতে পারিবেন না। বস্তুত বিদ্যালয়ের ঠিক ভিতরের মর্ম্মটি আপনি কোনদিন একান্তভাবে আপনার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। আপনি বাহির হইতে সংশয়ের চক্ষে পরের মত করিয়া দেখিয়াছেন। সেইজন্যই আজ আপনি ইহার অভ্যুদয়জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কথা ছাড়িয়া দিন ইহার ভার যদি ঈশ্বর আমার উপর দিয়া থাকেন তবে সমস্ত বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও তিনি ইহাকে সফলতা দিবেন—এ ভার যদি অপহরণও করেন তবু আমার কিছুদিনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আপনাদের সহিত আমার যে বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে আপনাদের সহিত যোগ না থাকিলেও অকৃত্রিম সহজ সৌহার্দ্দ্যের সহিত আপনাদিগকে বরাবর নিকটে পাইব এ আশা ত্যাগ করিব না।

কয়েক দিন হইল রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া একান্ত উদ্বেগে ছিলাম সেইজন্য পত্র লিখিতে পারি নাই—মনে করিয়াছিলাম দেখা হইবে তাহাতেও নিরাশ হইয়াছি। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভ হইতেই আপনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরে আপনার সহিত আমার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেছে—আশা করি তাহা চিরদিন রক্ষিত হইবে।

এখানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না, সুতরাং আপনার বিদায় গ্রহণে আমি প্রতিবন্ধক হইতে পারি না—আপনি অব্যাহত উন্নতি লাভ করিতে থাকুন এই আমার অন্তরের কামনা জানিবেন।

এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটী ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বৎসর এণ্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন কারণ ছিল না—আপনি রথীন্দ্রকে এক বৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েক মাসে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত—ইহাতে অধ্যাপন সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে। ইহার পরে আপনি যে বিদ্যালয়ে যোগ দিন

না কেন আপনাকে পাইয়া যে সে বিদ্যালয় লাভবান হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই একবৎসর যে আপনাকে অধ্যাপকরূপে পাইয়াছিল রথীন্দ্রের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যদি কখনো আমার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটে তবে পুনরায় আপনাকে আমার সহায়রূপে পাইব এ আশা আমি মন হইতে দূর করি নাই।

চারা অবস্থায় আপনি যে বৃক্ষে জল সেচন করিয়াছেন দূরে গিয়া আপনি তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। এ বিদ্যালয়ে আপনার সেই গৃহকোণটি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া অধিকার করিবেন এবং অন্য কর্ম্মের মধ্যেও ইহাকে স্মরণ করিয়া ইহার মঙ্গল কামনা করিবেন। এখানে যাহাতে আপনারা আনন্দে থাকেন সে চিন্তা অহরহই আমার হৃদয়ে ছিল—তথাপি যদি না জানিয়া বা ভুল বুঝিয়া কখনো আপনার ক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—এখানে যাহা কিছু আনন্দের ও আশ্বাসের ছিল এখানে এই এক বৎসরে যাহা কিছু লাভজনক বোধ করিয়াছেন তাহাই স্মরণে রাখিবেন ও আমাকে হিতৈষী বন্ধু ভাবেই চিন্তা করিবেন। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল এখন একটু ভাল। তাই এই অবকাশে কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল। আজ ক্লান্ত হয়ে আছি। আপনি কি সময় অসময়ে কলকাতাতেও আসা ছেড়ে দিয়েছেন? কর'চেন কি? ছেলেরা বর্ত্তমানে গিরিডিতে, ভবিষ্যতে কাশীতে যাবার প্রস্তাব আছে। আপনি কি ছুটীতে ও অঞ্চলে যেতে পারবেন?

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

কই না। মোহিতবাবু তো বোলপুরে যাচ্চেন না। দীনেশবাবুকে নিচ্চি। আপনি তো ফাঁদে পা দিলেন না। ছুটীর পর একবার বোলপুরে যাবেন কি? সোমবারে খুলবে। আমি কালই যাচ্চি। রথীরা আপাতত গিড়িডিতেই রইল। তার শরীর এখনো নির্দ্দোষ হয় নি। একবার দেখা দেবেন—পরামর্শ করবার বিষয় অনেক আছে।

ইতি শুক্রবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার,

আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। রেণুকাকে আলমোরায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার শীঘ্র যাইতে হইবে, আমার শরীর ভাল নহে। এই সকল কারণে, চিঠির জবাব দিতে পারি নাই। কতদিনে সুস্থির হইয়া বসিব কে জানে। আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসী হইলাম—জায়গাটি ভাল—মাছ দুগ্ধের অভাব নাই। আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়ার নানা সম্বন্ধ। আমাদের ম্যানেজারের সহিত আলাপ করিবেন তিনি আবশ্যক মত আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

কাল হইতে রথীর জ্বর নাই কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, আজ প্রাতে পিত্ত বমন হইয়াছে। মজঃফরপুরে শরৎ বলিতেছিলে সেখানে দুই চারিটি বুদ্ধিমান ও উদ্যো উকিলের স্থান আছে আপনি সেখানে গেলে বোধ হয় একটু চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারিবেন। শরৎ নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু মন স্থির করিয়া কাজে লাগিবেন। মজঃফরপুরের আবহাওয়া খারাপ নয়, তবে অজীর্ণের পক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। মঙ্গলবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার চিঠি পাইলাম কিন্তু আপনি ধরা দিতেছেন না কেন? যে সব কথা পাড়িয়াছেন ডাক যোগে কি ইহার ভালরূপ উত্তর দেওয়া সম্ভব? একবার মোকাবিলার প্রয়োজন। কাল বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় যাইতেছি দিন দুই তিনের মধ্যেই ফিরিবার কথা—তাহার পরে একবার এখানে আসিয়া জমিবেন। আজকাল আমাদের সভা বেশ জমজমাট্ প্রতিদিনই সায়াহ্নে আমরা অধ্যাপকেরা মিলিয়া নানা-বিষয়ের আলোচনা করিতেছি—আপনি থাকিলে খুসী হইতেন। জানেন বোধ হয় সুবোধচন্দ্র আবার এখানে ভাসিয়া আসিয়াছেন। আপনাকেও বোধ হয় একদিন ধরা দিতে হইবে। ইতি রবিবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনি আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সংক্রান্ত কোন আলোচনা আপনার কাছে করা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন এ কথা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও উচিত নহে, করেন নাই বলিয়াও আপনাকে অকারণ পীড়ন করা অনাবশ্যক। এইজন্য কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। রথীর প্রতি

আপনার যে স্নেহের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে আশা করি তাহা ক্ষণিক নহে। অবকাশ মত রথীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সংবাদ লইবেন তাহাকে পরামর্শ দিবেন ইহা আমি আনন্দের বিষয় জ্ঞান করি। কুঞ্জবাবুর উপস্থিতিতে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হওয়া উচিত হয় না। আপনি অনায়াসেই শান্তি-নিকেতনে অতিথি থাকিয়া যতদিন ইচ্ছা কাটাইয়া আসিতে পারেন। অবশ্য এটুকু আপনি বোঝেন, কুঞ্জবাবু বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছেন— বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত আপনার কোন সংঘর্ষ কোন মতেই বাঞ্ছণীয় নহে। আপনার দ্বারা তাহা হইবেই বা কেন ?

বিদ্যালয়ের অধ্যাপন বিধি নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মোহিতবাবুর উপর দিয়াছি। জগদীশ, মোহিতবাবু এবং দুর্গাদাস গুপ্ত ডাক্তার আপাততঃ এই তিনজনে কমিটী বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করা গেল। মোহিত-বাবু এখান হইতে কাল রওনা হইয়া প্রথমে বোলপুরে নামিবেন— সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন। মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন এই ভাবে চলিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করি।

আজ হেমবাবু (হেমচন্দ্র মল্লিক) এখানে আসিবেন— কাল মোহিতবাবু যাইবেন—ইঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত আছি।

ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তি-নিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। বিদ্যালয়ে আমার জন্মোৎসবে আপনি আস্‌বেন শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি। এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের একটী গভীর মঙ্গল সম্বন্ধ যে চিরন্তন হয়ে উঠেছে এই কথাটির পরিচয় আমার কাছে বহুমূল্য বলে জানবেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আপনি নিজের যেন বিশেষ ক্ষতি করবেন না—আপনার ইচ্ছাকেই আপনার উপস্থিতি বলে বরণ করে নেব। ইতি ২রা বৈশাখ

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

বাজে গুজবে কর্ণপাত করিবেন না। সুযোগ ঘটিলে আপনাকে বিস্মৃত হইব না নিশ্চয় জানিবেন। ইতি বুধবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। রথী সপরিজনে এখানে আসিয়াছে। সন্তোষ পাঁচটি গাভী সংগ্রহ করিয়া এখানে গোষ্ঠলীলা আরম্ভ করিয়াছে।

সুবোধ আজকালের মধ্যে দেশে ফিরিবে সম্ভবত এখানে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।

আশাকরি সকলে মিলিয়া ভাল আছেন। ইতি ৩রা বৈশাখ।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনি তবে নিঃসম্বল মজঃফরপুরে ভাসিয়া পড়িতে অনিচ্ছুক। তা যদি হয় আপনাকে অধ্যাপন কার্য্যেই আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। আমি এখানকার কাজ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আপনার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি ভাসিয়া পড়িবে সে ত আর বেশি দিন নয়। আপনিও এণ্ট্রান্স ক্লাস তাড়াইয়া জীবন কাটাইতে নারাজ—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আপনার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করি ভাগ্য একেবারে প্রতিকূল হইবে না।

আমার পূর্ব্ব পত্রে আপনাকে ওকালতি অভিমুখে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি আপনার ব্রহ্মণ্য দেব আপনাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে কোন মতেই ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না। অতএব অদৃষ্টের সঙ্গে বৃথা বিরোধের চেষ্টা না করাই ভাল। ইতি তারিখ জানি না।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুরে আশ্রয় লইয়াছি। বেশি দিন এমন আরামে কাটিবে না। আবার কখন জনতা হইতে ডাক পড়িবে, নির্জ্জনতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।

আপনি যে হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নওগাঁওয়ে মাষ্টারি লইয়া পলায়নোদ্যত হইয়াছিলেন শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আপনার মনে যদি এই ছিল তবে আমাকে পূর্ব্বে জানাইলেন না কেন? যাহা হউক এখন হইতে আপনার জন্য সুযোগ চিন্তা করিতে থাকিব। কিন্তু জমিদারীর অধ্যক্ষতার ভার লইবার চেষ্টা আপনি কোনোমতেই করিবেন না। যদি এ ফাঁদে পা দেন তবে অনুতাপের পালা অবিলম্বেই সুরু হইবে। তা ছাড়া ত্রিপুরায় যে কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে সে কাজ তেমন নির্ভরযোগ্য নহে।

আপনি সুযোগমত একবার বোলপুরে আসিতে পারিলে অনেক বিষয়ে মোকাবিলায় আলোচনা হইতে পারিত। এই সপ্তাহের মধ্যে যদি আসেন ত আমার সহিত দেখা হইতে পারে।

এখানে জাপান হইতে এক জুজুৎসু-শিক্ষক আসিয়াছেন—তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিবার যোগ্য। ইতি সোমবার।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রিয়বরেষু,

আমি এখন পদ্মায়। শরীর মন কিছু ক্লান্ত হওয়াতে কাজের ছল করে পদ্মাচরের নির্জ্জনতার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম—এমন সময়ে অজিত জ্বর সারাবার উপলক্ষ্যে এখানে এসে জমেছেন—তার পরে কাল ভোরে ডাক্তার জগদীশ বোস হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন—ওদিকে প্রবল বেগে পূবে বাতাস বইচে—পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্য্যন্ত তরঙ্গিত—মাঝে মাঝে বৃষ্টি বয়ে যাচ্ছে; পদ্মা যে শীঘ্র জল স্থল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এমন ভাব দেখা যাচ্ছে না। নৌকার উপর ঢেউয়ের আঘাত চলচে বলে চিঠি লেখা শক্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যালয়ে ভির কিছু বেড়েছে। কিন্তু একটা নতুন দোতালা ঘর তৈরী হচ্ছে, সেটা হলে তাতেই দু তলায় ২৫ জন ছাত্র ধরবে তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। ১৮ টাকা বেতন অভিভাবকদের পক্ষে কিছু কঠিন তবু তৎসত্বে এতেও আমাদের টানাটানি হয়। ছেলে যত বাড়চে, মাষ্টারও বাড়চে—সুতরাং খরচও বাড়চে। কবে একে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো জানিনে।

আপনাদের মেয়েটিকে কেন আশ্রমে দিয়ে গেলেন না? আমি প্রতীক্ষা করে ছিলুম। যদি মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন সেটা আপনার অন্যায় হয়েছে। এখনো চিন্তা করে দেখবার সময় আছে।

রথীর দেশে ফেরবার সময় আসন্ন হয়েছে—হয় ত আর একমাস পরেই ফিরবে—তারপর তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সন্তোষও আগামী সেপ্টেম্বরে ফিরে আসবে। ইতি রবিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোরবন্দর

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

নানাস্থানে নিয়ত ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। অনেক দিনের জমা চিঠি হঠাৎ পথের মধ্যে কোন এক জায়গায় পাই জবাব দেবার সময় থাকে না। মনও অস্থির থাকে শান্ত হয়ে বসে লিখতে পারিনে। এ কাজটা আমার নয়, অথচ আমাদের আর কারো দ্বারাও এটা সম্পন্ন হবার কোন সম্ভাবনা নেই এই জন্যে ভিক্ষাবৃত্তির ঘূর্ণি হাওয়ায় আমাকে দ্বারে দ্বারে ঘূরপাক খাইয়ে বেড়াচ্চে। এর একটা সুবিধা হচ্চে এই যে বিশ্বভারতীর অন্তরের কথাটা ভারতের নানা প্রদেশে বলবার সুযোগ পাচ্চি। এদিককার মানুষেরা সাদাসিদে, বড় আইডিয়াকে তারা শ্রদ্ধা করে, আমার উপরেও তাদের অশ্রদ্ধা নেই, তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশের লোকের মত তারা আমাকে এত নিকটে থেকে এত অধিক করে জানবার অবকাশ পায় নি। তার পরে আবার শুনেচে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েচি, মনে ভাবে সত্যিই বুঝি বা মানুষটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা কিছু হবে। সেই জন্যে মন পরিষ্কার করে কথাগুলো শোনে, কাজেই বুঝতে তাদের বিশেষ বাধে না।

এবার আপনি যখন আশ্রমে ছিলেন, আমার সঙ্গে স্থির হয়ে বসে কথা ক'বার সুযোগ পান নি। আপনি যদি

কোনো সঙ্কোচ না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দাবী করতেন তাহলে অনায়াসে আলাপ হতে পারত। সাধারণত আমার সময় অল্প বটে, কিন্তু মোটের উপর আমাদের সময় জিনিষটা স্থিতি স্থাপক। টান দিতে পারলে খানিকটা বেড়ে যায়—যদি ভরসা করে টান দিতেন তাহলে সময়ের নিতান্ত অভাব হ'ত না। আসলে, আমি কাজে যে খুব বেশি ব্যস্ত তা নয় কিন্তু আমার মন আজকাল নিয়তই ক্লান্ত থাকে, এইজন্যে যতটা পারি জগৎসংসারটাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলি—কিন্তু জগৎসংসারের স্বভাব এই যে, সে চেপে এসে পড়ে। আপনি আমাকে যখন ছুটি দিতে চেয়েছিলেন তখন আর সবাই যে ছুটি দিয়েছিল তা নয়—সুতরাং আপনিই বঞ্চিত হয়েচেন আমি বিশেষ নিষ্কৃতি পাইনি।

সম্প্রতি রাজবাড়িতে আছি, রাজদরবারে চা খেতে যেতে হবে। রথ এসে দ্বারে প্রস্তুত। অতএব নমস্কার।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমি আজ কয়দিন ধরে আপনাকে চিঠি লিখতে বসচি কিন্তু কোনো মতেই সময় পাচ্চি নে। কলকাতায় আমি কি অবস্থায় থাকি জানলে আপনি আমাকে দয়া করতেন। আজই বোলপুরে পালাচ্চি।

রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু ব্যবস্থা যা কিছু হয়েছে সে জন্যে আমাকে দায়ী করলে চলবে না। আমি এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম অনভিজ্ঞ বলে সমস্ত ভার অন্যদের

উপর চাপিয়ে চুপ করে ছিলুম—কেবল টাকাটা আমি দিয়েছি মাত্র এবং ছেলেটি আমার। অপরাধ অনেক হয়েচে এবং সে সমস্তই আমাকে গ্রহণ করতে হচ্চে কিন্তু আপনার কাছে আমি বেকসুর খালাস প্রত্যাশা করি।

আপনি যে ছেলেটির কথা লিখেছেন তাকে নিতে কোনো আপত্তি নেই—কেবল সম্প্রতি একেবারেই স্থানাভাব। গ্রীষ্মাবকাশে নূতন ঘর তৈরী হলে তার পরে আষাঢ় মাসে নূতন ছেলে নেওয়া সম্ভব হবে—তবে পূর্ব্বে চলবে না।

ছেলেদের মধ্যে যাতে কোনো রকম ইন্দ্রিয় শৈথিল্য না ঘটে সেজন্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হয়—কিন্তু ১৩০ জন ছেলের মধ্যে বাংলা দেশে এই উপসর্গ সম্পূর্ণ ঠেকানো গেছে এ কথা আমার নিজেরই প্রত্যয় হয় না। আমি দেখতে পাই আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে একেবারে কলুষপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ঘরে ঘরে এই ব্যাধি। যে সব ছেলে এখানে আসে তারা এই উপসর্গ সঙ্গে করে নিশ্চয়ই আনে—তারপরে আমরা উপদেশ দিয়ে পাহারা দিয়ে যতটা সম্ভব এটাকে দমন করে রাখি—কিন্তু কৃতকার্য্য কি পরিমাণে হই তা নিশ্চয়রূপে জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—তবে শিক্ষকদের দ্বারা কোনো বিকার ঘটে না এ কথা বোধ হয় জোর করে বলতে পারি।

আপনি ভাল আছেন তো? আমার শরীরটা ভাল নেই। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমি দেশে ফিরে এসে রথীর সম্বলপুর প্রয়াণের বৃত্তান্ত প্রথম শুনলুম। আপনি দিন রাত্রি কি রকম অক্লান্ত যত্নে তার সেবা করেচেন এইটেই হচ্ছে তার একমাত্র ধুয়ো। রথী যে পথের থেকে ব্যামো নিয়ে আপনার ঘরে গিয়ে নামলেন এটা কেবল মাত্র আপনার স্নেহের পরীক্ষার জন্যে দেবতার চক্রান্ত। এই পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হয়েচেন—তবে কিসের জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্চেন? আপনার ঘরে বিলাস-উপকরণের যদি অভাব থাকে তবে সে জন্য দায়ী হচ্চেন স্বয়ং লক্ষ্মী—কিন্তু হৃদয় ভাণ্ডারের যে পরিপূর্ণতা প্রকাশ করেচেন সে ত সম্পূর্ণ আপনার নিজেরই; সংসারে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বিরল এবং এরই মূল্য সব চেয়ে বেশি।

একটা ঘুর্ণি হাওয়ায় সমুদ্র তীরে ঘুরপাক খাইয়ে আবার আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিদেশে অনেক জয়মাল্য বরমাল্য লাভ করেচি—এখন স্বদেশে সেইগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পালা চলবে।

আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? নববর্ষ আপনার গৃহকে কল্যাণে পূর্ণ করুক। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santi-Niketan
Bengal

প্রিয় বরেষু,

বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

রথীরা এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। কলম্বোতে ত নভেম্বরে জাহাজ আসিবে। দক্ষিণের রেল পথে যে দুর্য্যোগ তাহাতে অনেক ঘুরিয়া তবে দেশে পৌঁছিতে পারিবে। নভেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি তাহারা ঘরে ফিরিতে পারিবে।

আমি চুপচাপ ঘরে পড়িয়া থাকি, চলাফেরা প্রায় বন্ধ। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ইতি শুক্ল ত্রয়োদশী —কার্ত্তিক ১৩৩৫।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

এখনো সুস্থির হইতে পারি নাই। রেণুকা হাজারিবাগেই আছে। আলমোরায় তাহাকে এত পথ ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। আমি পরশ্ব হাজারিবাগে যাত্রা করিব।

রথী মজঃফরপুর হইতে বোলপুরে আসিয়াছে, এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির

প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি—রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।

এখানে গরম ভয়ানক। ইতিমধ্যে একদিন ১০৫৷৷০ ডিগ্রি তাপ উঠিয়াছিল। আজ বিদ্যালয়ের ছুটী হইয়া গেল। কয়েকটী ছেলে রহিয়া গেছে—সতীশ তাহাদের দেখাশুনার ভার লইয়াছেন। অধ্যাপকরা বাড়ী গেছেন। সুবোধ বোধ হয় শ্বশুরের চেষ্টায় দিল্লীতেই পোষ্ট অফিসে একটী কাজের জোগাড় করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার আর আশা করি না। আপনাদের Trinityর মধ্যে কেবল মাত্র জগদানন্দ অবশিষ্ট রহিলেন—নরেন আশ্রমে পুন প্রবেশের প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ — আবশ্যক হইলে আমাদের নায়েব বামাচরণ আপনাকে নানা বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

ওঁ

হাজারিবাগ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনার লেখাটি একেবারে কালবৈশাখী ঝড়ের মত প্রচণ্ড ও আকস্মিক। কিন্তু শুধু এইরূপ দমকা হইলে চলিবে না—সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তান্তও চাই। শিক্ষামহলের কর্ত্তারা এতদিন ধরিয়া কি প্রণালীতে শিশুদের রক্ত শোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করা দরকার—

—ছাত্রদের মাথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠরের মধ্য দিয়া কি উপায়ে গজভুক্ত কপিত্থবৎ বাহির হইয়া আসে তাহা আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখান উচিত—নহিলে শুদ্ধমাত্র ঝড়কে লোকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠেকাইবে—আপনার এ লেখা সহজে কেহ গ্রহণ করিবে না।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৮।৯ দিন আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম। উঠিয়াছি কিন্তু কাশী ও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তার পরে শমী পড়িয়াছিল, কাল হইতে তাহার জ্বর নাই—কাশী আছে। আজ মীরা পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল। পিসিমার শরীর অসুস্থ। চাকরদের অনেকেই শয্যাগত। রেণুকার প্রত্যহ ১০২° জ্বর আসিতেছে, কোনদিকেই আশাজনক কিছুই দেখি না। এখানকার একজন বাঙালী বলিলেন এ জায়গাটা ম্যালেরিয়ার পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে বিশেষ ভাল নহে—এখানকার জলে লোহা আছে সুতরাং অম্ল অজীর্ণ লিভারের উপদ্রব যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে এ স্থান পরিত্যাজ্য। সেই বোলপুরেরই পুনরাবৃত্তি আর কি। যাই হোক্ আমাদের সকলেরই এখানে শরীর খারাপ হইয়াছে। পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জোটি নাই। মনে মনে ভাবিতেছি প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইলে তার পরে হয়ত উপকার হইতেও পারে। আমার মনটা পালাই পালাই করিতেছে। আপনারা যে দল বাঁধিয়াছেন সে খুবই ভাল কিন্তু ব্রত ভঙ্গ হইতে দিবেন না। স্ত্রীলোকের প্রতি উপদ্রব সচরাচর আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া মনে করি না—দৈবক্রমে কদাচিৎ হয়ত আপনাদের কোন একজনের চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু adventure খুঁজিয়া Quixotic কাণ্ড করিয়া তুলিবেন না—যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন এমন ভাবে কাজ করিবেন।

আজকাল ত্রিপুরায় কোন সুবিধা হওয়া শক্ত। সেখানে কোন কাজ খালির খবর কিছু পাইয়াছেন কি? যদি পাইয়া থাকেন তবে আমাকে জানাইবেন আমি চেষ্টা দেখিতে পারি। আশা করি আপনি ভাল আছেন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আমি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিব না—কিন্তু ঠিকটি ঘটিয়া উঠিল না—পোষ্ট আফিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। তাই ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম।

সাতই পৌষের উৎসবে আপনি নিশ্চয়ই শান্তি-নিকেতনে যাইবেন নতুবা আপনাকে ক্ষমা করিব না। অনেকদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

আপনার প্রবন্ধে আপনি বড় বেশি ঝগড়া করিয়াছেন—দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে। এবার কিছু দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কাটাইবেন—আলোচ্য বিষয় অনেক আছে।

এখনি বোট ছাড়িয়া দূর চরে যাইতেছি—তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। ৭ই পৌষে নিরাশ করিব না। আমি সম্ভবত আগামী রবিবার মেলে বোলপুর যাইব। ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আমার বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। আমি ইতিমধ্যে বুধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য গিরিডিতে আশ্রয় লইয়াছি। এখানে আছি ভাল। এখানকার ঐ শীর্ণধারা উস্রি নদীর দ্বারা আলিঙ্গিত প্রান্তরের উপরে স্নিগ্ধ শুভ্র শরৎকালটি বড় মধুর ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু আপনি সার্ভে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কিনা বলুন। দ্বিধা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করিবেন না। এইবার একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

ছুটীর পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন—মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবল মাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না—এন্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে আপনারা ইহার মধ্যে যে একটি হৃদ্যতা ও শান্তি দেখিয়াছিলেন পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিব। আপনাদের পুরাতনের মধ্যে এখন কেবল জগদানন্দ বাকি। যাহাই হউক, পুরাতন সম্বন্ধ বিস্মৃত না হইয়া এই বিদ্যালয়ের মধ্যে আপনার হৃদয়কে প্রেরণ করিবেন। ইতি ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন তাঁহার তাণ্ডব লীলার উপদ্রব আপনার চেয়ে অনেক বেশী সহিয়াছে এমন লোক চারিদিকেই আছে। ইহাতে কোন সান্ত্বনা পাইবেন কিনা জানি না কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিবেন এত ঝাঁকানিতেও এ সংসারের সন্ধিস্থলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় নাই। আমার সুখ দুঃখে কি আসে—জগন্নাথের রথ চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে তাহা টানিতেই হইবে। মুখ ভার করিয়া মনে বিদ্রোহ রাখিয়া টানাই পরাজয়—প্রফুল্ল মুখে চলিতে পারিলেই আমার জিৎ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তম্ প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়ে না পরাজিতা।

*

সুখ বা হোক দুখ বা হোক
প্রিয় বা অপ্রিয়
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করি নিয়ো।

বরণ ত করিতেই হইবে, পেয়াদায় করাইবে, তাহার উপরে হৃদয়কে কেন পরাস্ত হইতে দেওয়া? তাহাতে কি শিকি পয়সার লাভ আছে? বরঞ্চ যাহা কিছু হইতেছে তাহাকে সহজে স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্বশক্তির একটা আনুকূল্যে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করা যায়। আমি এই বুঝিয়া বসিয়া আছি—বেদনার

কারণ ঘটিলে যে বেদনা পাই না তাহা নহে কিন্তু আমার সেই বেদনার মেঘে জগতের সমস্ত আলোককে আমি আচ্ছন্ন করিতে দিই না। মাথাটাকে যদি মেঘের উপরে রাখিতে পারি তাহা হইলে ধ্রুব জ্যোতি কখনো ম্লান হয় না—যদি নিজের মাথা ধূলায় অবনত করি তাহা হইলেই ভ্রম হয় যে জ্যোতি বুঝি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার,

দীনেশবাবুর প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে। ছাপার পূর্ব্বে দেখি নাই, ছাপার পরে লজ্জিত হইয়া আছি। ওটা যে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল তাহা একেবারে ভুলিবার চেষ্টায় আছি দোহাই আপনার এ প্রবন্ধ লইয়া আপনি আন্দোলন জাগাইবেন না। কোনো তর্ক না তুলিয়া সাধারণ ভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিবেন। এই লেখাটা বাহির করিবার জন্য আমি শৈলেশকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছি।

আপনার সাংসারিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্যথিত হইলাম।

আপনি কোথায় কাজ আরম্ভ করিতেছেন কিরূপ বুঝিতেছেন সে সমস্ত সংবাদ কিছুই লেখেন নাই।

এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি। মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আবার বোলপুরে যাইব। ১৫ই বৈশাখ বিদ্যালয়ের ছুটী—ছুটীর একমাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি।

ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার,

আমি এখানকার নায়েবের কাছে আপনার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। নায়েব আপনার ওকালতীর উপক্রমণিকায় যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যখন অবকাশ পান এখানে আসিবেন এবং শামলা মুকুট গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু ব্যায়াম শিক্ষক মহাশয়কে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবেন কাহারো কাছে কোন প্রকার উমেদারি করা আমার বয়সে আর সাজে না। সামাজিক ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার সেই পরিত্যক্ত ঝুলি কাঁধে করিয়া কাহারো দ্বারে গিয়া হাজির হইতে পারিব না।

আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল—তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু

সুবোধের উপর নির্ভর করিয়া

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং অবস্থা যদি আমার হয় তবে "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতম্।" তাহা ছাড়া আমার শরীর মন নিতান্ত পরিশ্রান্ত। যা কাজ ঘাড়ে লইয়াছি তাহার ভার অল্প নহে। তা ছাড়া অর্থ সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে মনের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয় না। সুবোধ ইতিমধ্যে প্রখর পদ্মা-স্রোতে স্নান করিতে গিয়া পা মচকাইয়া পড়িয়াছিল—সেই অবধি নিজের পদসেবায় অহরহ নিযুক্ত আছে। সন্তোষও সপ্তাহ দুয়েক পা ভাঙিয়া চিকিৎসাধীনে আছে। মোহিতবাবুরও সেই অবস্থা। অধ্যাপকদিগকে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

আমরা এখানে প্রায় আষাঢ়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত থাকিব। ইতিমধ্যে আপনার সাক্ষাৎকার আশা করা যাইতে পারিবে। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

আমার শরীর বড় ভাল নয়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসিয়া ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শের জন্য একবার কাল কলিকাতা যাইব।

আপনার অল্প বয়স। ভাগ্যকে লইয়া আর অধিক দিন খেলা করিবেন না। মনস্থির করিয়া ফেলুন। না হয় কোমর

বাঁধিয়া হেড মাষ্টারিতেই লাগিয়া যান্ না কেন। যতই দ্বিধা করিবেন শরীর মন ততই বিকল হইতে থাকিবে। কিন্তু পরামর্শ জিনিষটা অত্যন্ত সহজ ও শস্তা, তাহাতে প্রায় কোনো ফল হয় না—তবু না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিবেন না। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Thomson House
আলমোড়া

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

রেণুকার সম্পূর্ণ আরোগ্য অপেক্ষা করিয়া আমাকে বোধহয় এখানে কিছু দীর্ঘকালই থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে রথীর পড়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। সুবোধও চলিয়া গেছেন—আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুইজন এম, এ, (বর্ত্তমানে অন্যত্র অধিক বেতনে হেডমাষ্টারি করিতেছেন) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহারা অস্থায়ী হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করি না। আর একজন বি, এ, ইনিও কোনো স্কুলে প্রধান গণিত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে। মোহিত বাবু সাহিত্য ইতিহাসে পরীক্ষকতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মোহিত বাবু আলমোড়ায় আসিয়া আমার অতিথিরূপে আছেন। তিনি এখানে দিন ১৫ থাকিবেন।

কুষ্টিয়ার কাজে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আপনার বনিবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। জায়গাটি মন্দ নহে। সেখানে উকিল চন্দ্রময় বাবুর সঙ্গে কি আপনার আলাপ হইয়াছে? লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি, শান্ত—তাঁহার প্রতি সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধহয় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিলে সুবিধা পাইতে পারিবেন।

রথী প্রথম শ্রেণী এবং সন্তোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে বোধহয় খবর পাইয়াছেন।

যে একশত টাকা আপনার প্রাপ্য আছে সে আমি নিজেই দিব—সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সম্প্রতি আমি নিতান্তই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি—কবে নিষ্কৃতি পাইয়া সচ্ছল অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব জানি না। আমি একটু মাথা তুলিতে পারিলেই আপনাকে স্মরণ করিব। নরেন তাঁহার বৈদ্যবাটীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। বোলপুরে পুনরায় কাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক আছেন—কিন্তু যাঁহারা সেখানকার কাজেই স্থায়ি ভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের মত রাখিয়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে পারি না। সুবোধ আমার এই অনুপস্থিতি কালে হঠাৎ চলিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছেন। নতুন শিক্ষক যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের রীতি পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার প্রায় কেহই নাই।

আশা করি আপনার পরিজনবর্গ সকলেই ভাল আছেন। আপনার সেই অজীর্ণের ভাব এখন কমিয়াছে? ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আমি যে কিরূপ আবর্ত্তের পাকে পড়িয়া ছিলাম তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। সে সময় আপনার চিঠিপত্র যদি পাইয়া থাকি তবে কর্ম্মের পাকে তাহা সাফ তলাইয়া গেছে। কেবল আপনার কাছে নয় ঐ সময়টাতে আমি অনেকের কাছে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। গিরিডিতে সম্প্রতি বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি—ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে, আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। কতদিন হইবে কে জানে। রথীও কাল যাইবে। যদি দুই তিন দিনের মধ্যে কলিকাতায় যান তবে দেখা হইতে পারিবে। আপনাকে একখণ্ড "আত্মশক্তি" এবং "বাউল" নামধারী দুটি আমার স্বরচিত গ্রন্থ উপহার পাঠাইতে শৈলেশচন্দ্রকে লিখিয়া দিয়াছিলাম, সে দুইখানি হস্তগত হয় নাই বলিয়া আপনার পত্রের ভাবে অনুমান করিতেছি। সে জন্য মজুমদার কোম্পানিকে অথবা পোষ্ট অফিসকে দায়ী করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক যদি না পাইয়া থাকেন তবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন—হয় ত কালক্রমে সফল হইবেন—বার বার আঘাতে শৈলেশও বিচলিত হইতে পারেন।

আপনার ঘরের খবর কি? সন্তান সন্ততি এবং তাঁহাদের জননী ভাল আছেন ত? এই সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব—একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন এমন ভরসা হয় না।

একবার গিরিডিতে দেখা দিয়া গেলেন না কেন? এখনো সময় আছে—এখনো তৎপর হউন। জায়গাটা পাকযন্ত্রের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আগরতলা

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে—রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। এতদিনে রথীদের রেঙ্গুন ছাড়িবার কথা। তাহাদের সংবাদ আমার হস্তগত যে কবে হইবে তাহার ঠিকানা নাই।

রথীদের সহিত আপনার যে সম্বন্ধ তাহা তাহারা কোনোদিন বিস্মৃত হইবে বলিয়া আমি আশঙ্কামাত্র করি না। আপনি তাহাদের আত্মীয় শ্রেণীতেই গণ্য হইয়াছেন—সেই সম্পর্ক অনুভব করিয়া আমিও কোনোদিন আপনাকে দূরে রাখি নাই।

নিজের কাজের সম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিলেন জানিতে উৎসুক আছি। এইবার একটু দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভবিষ্যৎটাকে আক্রমণ করুন কেবলই হতাশ চিত্তের অবসাদে জীবনটাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবেন না।

এই ষ্টেটের কোনো একটা কাজের জন্য যদি আকাঙ্খা রাখেন তবে রমণীকে একখানা পত্র লিখিবেন। তিনি

ত আপনকে জানেন। রমণীকে আমি নিজে অনুরোধ করিতে পারি না কারণ আমার অনুরোধ অসঙ্গত হইলেও তাঁহার পক্ষে এড়ানো কঠিন। এখানে একটি জজের পদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে আপনি আত্মপরিচয় দিয়া আবেদন করিয়া দেখিবেন।

আমি আগামী বৃহস্পতিবারে বরিশালে যাইব তাহার পরে শনি আমাকে যদি নিষ্কৃতি দেয় তাহলে বোলপুরে ফিরিবার চেষ্টা করা যাইবে।

আশা করি আপনার সমস্ত সংবাদ ভাল। ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩১২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

একবার ক্ষণকালের মত এদিকটা ঘুরিয়া যান না। আজকাল আমাদের এখানে আলোচনা বেশ জমাট রকম হইয়া থাকে। আমি অধ্যাপকদের লইয়া প্রায় মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু না কিছু বলা কহা করিয়াছি তাহার পরে বড়দাদাও কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন—আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

আপনি আবার কাগজের ফাঁদে ধরা দিতেছেন? সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন ত? বড় ঝঞ্ঝাট। বিশেষত সাপ্তাহিক কাগজ। আমার স্কন্ধে "ভাণ্ডার" বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত? আমি যত মনে করি কাজের আবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িব ততই কাজ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরে। কেন যে কি মনে করিয়া ভাণ্ডার সম্পাদন করিতে রাজি

হইয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ। হইল=হইয়াছে। করিল—করিয়াছে ইত্যাদি। গিল—গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে। এক সময় লিখিত বাংলায় "আমারদিগের" কথা ব্যবহৃত হইত এখন তাহার স্থানে "আমাদের" হইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইত "করহ" এখন লেখা হয় "কর"—পূর্ব্বে লেখা হইত "করিহ" এখন লেখা হয় "করিয়ো"। এ বড় অধিক দিনের কথা নয়। ভাবিয়া দেখুন "নয়" কথাটা পূর্ব্বে "নহে" ছাড়া অন্য কোনো আকারে ব্যবহৃত হইত না—এখন ছাপার অক্ষরে "নয়" সহ্য করিতেছেন কিরূপে? ক্রমে ক্রমে একে একে ভাষাটাকে আধুনিক ব্যবহারে উপযোগী করিয়া আনিতে হইবে। Chaucer এর ইংরেজী চিরদিন টেঁকে নাই। রামমোহন রায়ের ভাষাটা একবার পড়িয়া দেখিবেন।

কিন্তু এ সব তর্ক মোকাবিলায় না হইলে ভাল করিয়া হয় না। শনিবারে আসিয়া পড়ুন না। ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য গ্রন্থাবলী নিশ্চয় এক সেট পাইবেন।

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় সমস্কার,

দোহাই আপনার আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন পত্ররচনায় আমার শৈথিল্য অসামান্য—সেজন্য প্রথমে রাগ করিয়া অবশেষে তাঁহারা ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কালক্রমে আপনিও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেন।

আমার মেজাজ সম্বন্ধে আপনি এমন ভুল বোঝেন কেন? আমি সাধারণ ভদ্রলোকদের অপেক্ষা যে অধিক কোপন স্বভাব সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। আপনার পূর্ব্ব পত্রে বিচলিত হইবার মত কোনো কথা দেখি নাই। অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি তাহার উপরে আবার রাগ করিয়া অপরাধ বাড়াইব আমার এমন প্রকৃতি নয়। ইতিমধ্যে শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছে—তাহার পরে বৈষয়িক এবং বেগার নানা কাজে আমাকে হাঁফ ছাড়িবার সময় দিতেছে না এমন অবস্থায় উত্তর যদি না পান তবে আমার মেজাজের উপর সন্দেহ করিবেন না। একবার যদি আমার পরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তবে এরূপ দুটা চারটে ত্রুটিতে আপনাকে টলাইতে পারিবে না।

জাপানে রথীরা পৌঁছিয়াছে—কিন্তু চিঠি আসিবার সময় হয় নাই। দুই চারিদিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে আশা করিতেছি। ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার,

জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন—তিনি উত্তরে প্রকাণ্ড এক লেখা ফাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। আজকাল বড়দাদার লিখিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়—বিশেষত তিনি একটা দার্শনিক প্রবন্ধের চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন—অন্য কোনো প্রসঙ্গে তাঁহার ব্যাঘাত ঘটিলে তিনি পীড়িত হইতে থাকেন এবং তাহাতে বস্তুত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে—এই জন্য তিনি আমার উপরে প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমি একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু আমার অবস্থাও বিশেষ আশাজনক নহে। কিন্তু আমার বোধহয় জাতিভেদ সম্বন্ধে মীমাংসা সদ্য আপনার পক্ষে জরুরী নহে এইজন্য বড়দাদাকে আমি আপাতত নিষ্কৃতি দিবার জন্য এ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছি—কিন্তু খুব বেশী তাগিদ দিবেন না।

চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে মনস্থির করিতে হইবে—কিন্তু স্বয়ংবর সভায় গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবেন না—সময় উত্তীর্ণ হইয়া লগ্ন বহিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাহার হউক একজনের গলায় মালা দিবেন। কিছু না হয় ত মজঃফরপুর আছে—কিন্তু মালদহ নৈব নৈবচ। অজিতকে ব্রহ্মদেশের খবর সংগ্রহে তাড়া লাগাইব।

মহাভারত অর্দ্ধমূল্যে পাওয়া অসম্ভব নহে। আপনি শৈলেশকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র লিখিবেন—অমনি "খেয়ার" জন্য তাগিদ দিবেন। শৈলেশ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট—আপনিও যদি নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করেন তবে বিধাতা আপনার সহায় হইবেন না।

আমার বিদ্যালয়ের পরমায়ু ঈশ্বরের হাতে। তিনি যদি উপযুক্ত লোক জোগাইয়া দেন তবেই ইহার উন্নতি হইবে নতুবা ইহা স্কুলের পদবী হইতে খুব বেশী উপরে উঠিতে পারিবে না। আপনারা আমার যতটা ক্ষমতা কল্পনা করেন ততটা আমার নাই। আমার যে পরিমাণ সাধ সে পরিমাণ সাধ্য নহে। বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

এ জগতে যদি অমোঘ নিয়ম না থাকিত তবে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইত। নিয়ম ব্যতীত প্রকাশ হইতেই পারে না। খেলা করিতে গেলেও খেলার নিয়ম মানিতে হয় নতুবা খেলায় আমোদই হয় না, তাহা উন্মত্ততা হয় মাত্র। এই নিয়মই যখন তাঁহার ইচ্ছা—তখন আমাদের ইচ্ছাকে এই নিয়মের অনুগত না করিলে দুঃখই পাইতে হইবে—যখন বিশ্বের ইচ্ছাকে তাঁহার নিয়ম জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইব—তখনই তাঁহার আনন্দের সহিত আমার আনন্দের মিলন হইবে। যতদিন বিদ্রোহ করিব, মানিতে চাহিব না, ততদিন পরাভূত হইতে হইবে।

বিধাতার রাজ্যে যেখানে নিয়ম সেখানে ব্যত্যয় নাই এই কথা যখন মানুষ জানে তখনই সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ — তেমন প্রসাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নহে

এই জন্যেই বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখিতে পারি—এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া আমরা সতর্কতা লাভ করিতে পারি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরাজ্যে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখি—কিন্তু কেবলই যে জগতে নিয়মকে দেখি তাহার বেশী কিছুই দেখি না তাহা নহে। পয়ারে চোদ্দ অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই—তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসঙ্গতি আছে—কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দ অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, কাব্যকর্ত্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলঙ্কারিক তাহার মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়—বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া খুসি হইয়া নস্য লইতে থাকে—কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সঙ্গতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সঙ্গতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক—তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মত কেবল সত্যকেই দেখে না দার্শনিকের মত চিত্তকেও দেখে, এবং কবির মত আনন্দকে দেখে—কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে—তাহার মধ্যে কার্য্য কারণ শৃঙ্খল সঙ্গত নিয়ম বন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে—জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা

যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই সে বিদ্রোহ করে, অহঙ্কার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই, এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিত, নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায় নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক. ১৩১৩।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ,

আজ আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। যদি মনে হয় যে সম্প্রতি আপনি বেকারপ্রায় অবস্থাতেই আছেন তবে পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের কর্ণধার পদ আপনি অধিকার করিতে পারিবেন কি? তাহা হইলে আমি বড়ই নিশ্চিন্ত হই। কাজটা সুখকর নয় জানি—কিন্তু এই কাজে আপনার হাড় পাকিয়া গেছে, আপনার পক্ষে কয়েক মাসের জন্য এ বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি কোনো মতে মন স্থির করেন তবে দেরি করিবেন না—এখনি অবিলম্বে পূরাদমে কাজ সুরু করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতেই কি আপনার আশ্রয় পাওয়া যাইবে? এখানে রথী সন্তোষ নাই কিন্তু জগদানন্দ আপনাদের ভাঙ্গা হাটের একমাত্র মালিক হইয়া সপরিজনে জমিয়া বসিয়া আছেন। এখন এখানকার স্বাস্থ্যও খারাপ নহে। লাইব্রেরিতে বই বিস্তর

জমিয়াছে। অতএব নির্ব্বিচারে তথাস্তু বলিয়া একেবারে গাড়িতে চড়িয়া বসুন। ছাত্র কয়টির মধ্যে দুজনকে মনের মত পাইবেন—বাকি তিনটিকে কোনো মতে লগি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে নেহাৎ যদি

যত্নে কৃতেন সিদ্ধ্যতি

কোহি এ দোষঃ —

আমি রোগ শয্যা হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছি—এখন আর কোন উপসর্গ নাই। কেবল মাঝে মাঝে মনটা এই হেমন্তকালের মরাল-কল-কূজিত পদ্মার সিকতিনী বেলাভূমির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছে। যদি আপনাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একবার পদ্মার আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। মীরা, বেলার কাছে মজঃফরপুরে গেছে—আমার ঘরে এখন কেবল শমী অবশিষ্ট। তাহার প্রতিও আপনি যদি কিছুদিন মনোযোগ করেন তবে আমি একবার ছুটীর সুখ ভোগ করিয়া আসি। স্বার্থের কথা সমস্তই খোলসা করিয়া বলিলাম। আপনার কোনো স্বার্থে যদি না বাধে তবে একবার অনুকূল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি ২৭শে কার্ত্তিক ১৩১৩।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে পর্য্যন্ত নানা দ্বিধায় কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না বসিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত আপনার জন্য বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ

করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছি। এখন হইতে আপনার সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি এক জায়গায় সংহত হইয়া নিশ্চয়ই ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতে থাকিবে। যে কোনো অবস্থার মধ্যেই পড়ুন না কেন আপনি নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে পারিলেই সমস্ত বিশ্বকে অনুকূল দেখিতে পাইবেন।

আমি বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশ বেশি করিয়া জড়িত হইতেছি। অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে—দায় বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘর দুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটারি ঘরের উপরে একটী দোতলা হইয়াছে—তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো অনেকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশও পাওয়া গেল না—চারিদিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে। আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না। ইতিমধ্যে আমার ছাত্রদের নীড়ে পানবসন্ত আসিয়া ঢুকিয়াছে—দেখিতে দেখিতে পাঁচটি ছুটি পড়িয়াছে—আরো অনেকগুলি পড়িবে বলিয়া মরিয়া হইয়া বসিয়া আছি। আমার বৃহৎ সংসারটির এই সমস্ত সমস্যা। এখনি অদূরে একটি ছেলে Colic বেদনা লইয়া কাঁদিতেছে—আপনাকে মনস্থির করিয়া পত্র লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে—ওদিকে ডাকের সময় হইয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক আপনি একটু স্থির হইয়া বসিয়া বিবিধ মক্কেলের বহুবিধ থলি ঝুলি ও লোহার সিন্ধুকের মধ্যে আপনার শিকড় বিস্তার করিয়া দিন তারপরে একদিন আপনার ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ রহিল। ইতি ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ — ইতিহাস রচনার খবর পাইয়া উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

গদ্য গ্রন্থাবলী একটি একটি খণ্ডে সুদীর্ঘকালে শেষ হইবে—অতএব যদি ইহার মূল্য উপলক্ষ্য করিয়া বোলপুর বিদ্যালয়কে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন তবে যখন খুসি যেমন খুসি দিতে পারেন। তবে কথা এই, বিদ্যালয় হইতে আপনারও ত গুরুদক্ষিণা প্রাপ্য হইয়াছে—বিদ্যালয়ের অতি দুর্ব্বল শিশু অবস্থায় আপনি তাহাকে পালন করিয়াছেন এখন অপেক্ষাকৃত সমর্থ অবস্থায় সে যদি আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে উদ্যত হয় তবে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

দেশের কথা লিখিতে গেলে পুঁথি বড় হইয়া উঠিবে। যদি কোনো প্রবন্ধ আকারে কোনো কাগজে লিখি তবে দেখিতে পাইবেন—যদি নাও লিখি তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীদের সঙ্গে একসঙ্গে এক কাজে যোগ দিতে পারিবে।

বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসাতে আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছি। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে মজঃফরপুর হইতে শরৎ আসিবেন। বেলা পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

বোধহয় খবর পাইয়াছেন জগদানন্দের বড় মেয়েটির বিবাহ সম্ভবত আষাঢ় মাসে সম্পন্ন হইবে। বিবাহ বোলপুরে হওয়াও অসম্ভব নহে—বরপক্ষ সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছে কারণ পাত্রটি ভাগলপুরে কাজ করে বোলপুরে আসা তাহার পক্ষে সুবিধাকর। ওদিকে কলিকাতায় ২৩শে তারিখেই শ্রীশবাবুর

দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন প্রজাপতি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন—তিনি এক fool হইতে অন্য foolকে আশ্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

আপনাকে আজ প্রায় ২০।২৫ দিন হইল একখণ্ড "প্রাচীন সাহিত্য" (গদ্য গ্রন্থাবলীর ২য় খণ্ড) পাঠাইয়াছি। এখানিও আমি স্বহস্তে মোড়াই করিয়া টিকিট লাগাইয়া ঠিকানা লিখিয়া রওনা করিয়া দিয়াছি। মনে করিতেছিলাম একটা প্রাপ্তিসংবাদ পাওয়া যাইবে। সংবাদ পাইতে যতই দেরী হইতে লাগিল মনে ভাবিলাম আমার সংবাদ পাইয়া কাজ নাই কিন্তু আপনার অবসরের অভাব উত্তরোত্তর এই মত বাড়িয়াই চলুক— মক্কেলের নিবিড় ব্যূহে এমন একটুও ফাঁক যেন না থাকে যে ছিদ্রটুকু দিয়া একটা ক্ষুদ্র পোষ্ট কার্ডও কোনোমতে গলিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে।

ইতিমধ্যে কাল আপনার চিঠি আসিয়া হাজির। তাহাতে আমার চোখের বালি ও কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে কিন্তু "প্রাচীন সাহিত্য" সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতেছে আমারই বইখানি আপনার হস্তগত হয় নাই—এবং সেও যে মক্কেল সম্প্রদায়ের ঘন পরিবেষ্টন বশত তাহা নহে পোষ্ট আপিসের বিড়ম্বনাই তাহার কারণ।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? আপনাদের পোষ্ট বিভাগে নিশ্চয়ই কোনো রসগ্রাহী ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব আছে। তাঁহার রুচি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান তদনুরূপ নহে।

বররুচি লিখিয়াছিলেন—

অরসিকেষু কবিত্ব নিবেদনং
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।

কিন্তু সুরসিকের দৌরাত্ম্যের কথা যদি জানিতেন তবে ঐ সঙ্গে তাঁহাকে এ কথাও লিখিতে হইত—

সুরসিকেন কবিত্ব প্রচারণং
শিরসি &c &c &c

যাহা হউক পোষ্ট আপিসের পাপে আপনাকে দণ্ডনীয় করিব না—আর দুই চারিদিনের মধ্যেই আরো এক খণ্ড বাহির হইবে, এবং ইতঃপূর্ব্বে "লোক সাহিত্য" নামে তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে এই তিন খানি একত্রে রেজেষ্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

মীরার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল তাহাকে লইয়া কিছুকাল উদ্বেগে কাটিয়াছে—এখন সে কতকটা ভাল আছে। আপনার সন্তানগণ ও গৃহিণী ভাল আছেন ত?

বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে পূজার পর একশত জনের বেশি হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। ইতি রবিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩১৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

মনুষ্য না পক্ষী! শিলাইদহ থেকে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন।

মীরাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে তার শরীর একটু ভালই আছে। ইতিমধ্যে এইদিক থেকে ডেপুটি বাহাদুরের ভ্রুকুটির অন্তরালে একটুখানি বৈষয়িক মেঘগর্জ্জন শোনা গেল। তাই চলে আসতে হল। ডেপুটির ক্ষোভ শান্ত করে দিয়েই চলে যাব স্থির করেছিলুম ইতিমধ্যে পদ্মা আমার মনোহরণ করে বস্‌ল এখন পড়ে পড়ে জলকল্লোল শুনচি। কর্ম্মের উপলক্ষ্যে আগমন বটে কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যভাবে দিনক্ষেপ করচি। কেবল মনের খুব নিভৃত দেশে একটি কাঁটা থেকে থেকে বিঁধচে—মনে পড়চে ডেপুটিবাবু নিমন্ত্রণ করে গেছেন যেন যাবার দিনে তাঁর ওখানে অন্তত একটা বেলা কাটিয়ে যাই। লোকটি নিরতিশয় ডেপুটি—নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মুহূর্ত্ত কাল আত্মবিস্মৃত নন—তাঁর ইঙ্গিতের পশ্চাতে ব্রিটিশ রাজের সমস্ত প্রতাপ অপেক্ষা করে আছে এই গৌরবটুকু তিনি কিছুতেই হজম করতে পারচেন না। যাই হোক্ আজকালকার দিনে সান্ত্বনার বিষয় এই যে নিমন্ত্রণটা মধুর ভাবেই হয়েচে এবং এক বেলার চেয়ে বেশী দিনের আতিথ্য আমাকে নিতে হবে না।

(আপনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়।

আমি ভাল এ কথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। ছেলেরা বিশেষত বুড়োরা ওটা যতই ভুলে থাকে ততই ভাল। অতএব এ কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন। বাল্যকালে একটা ভুল শিক্ষা হয়েছিল

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ভুল শেখানো হবে যদি বলা যায়—

ভাল লোক হবে যেই
পুরস্কার পাবে সেই।)

এবারে কলকাতা থেকে বেরবার সময় আমার কোনো অনুচরকে বলে এসেছিলুম আপনাকে "লোক সাহিত্য" ও "সাহিত্য" গ্রন্থ দুটি পাঠিয়ে দিতে। যে হেতু শৈলেশের উপর এ ভার দিই নি আপনি এত দিনে নিঃসন্দেহ পেয়েচেন। আশা করি ধনে মক্কেলে লক্ষ্মী লাভ করেচেন। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করবেন। আপনি কোন একটি মঙ্গল কর্ম্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে ইচ্ছা করেন। আমার বোধ হয় আপনি যেখানে আছেন সেখানকার বাঙালীর মনে যদি দেশহিতের জন্য উদার উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করেন তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবেন। যে কয়জন বাঙালী আছেন সকলে সদ্ভাবে মিলে সুখে দুঃখে এক হয়ে পড়াশুনা আমোদ

প্রমোদ এবং হিতকর্ম্মে ক্ষুদ্র সমাজটিকে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন তাহলেই মস্ত কাজ করা হবে। আপনি বলবেন—শক্ত—শক্ত নয় ত কি? বলবেন, বাধা বিস্তর—বাধা তো আছেই। কিন্তু যদি নিজেরই ভিতরকার সমস্ত বাধা কাটিয়ে যথার্থভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন ও কিছুতেই হাল ছেড়ে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। আমরা যেখানেই থাকি চারদিকেই আমাদের খুব আঁট বাঁধ্‌তে হবে—তা না হলে চিরদিন পড়ে মার খাব এতে আর সন্দেহ নেই। সেখানে ছেলেদের শেখান, মেয়েদের শেখান, বুড়োদের কর্ত্তব্য বন্ধনে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করুন—সেখানকার হাওয়াটা পরিষ্কার করে ফেলে উচ্চভাবে পরিপূর্ণ করে তুলুন—কোন মতেই দমবেন না—কোন মতেই পিছবেন না—কারো দ্বারা উপহাসিত হয়ে বা বাধা পেয়ে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন না—নিজের দ্বিধাহীন শক্তিকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে তুলে সকলের মাঝখানে মাথা উঠিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবেন এর চেয়ে আর কোন কাজ নেই। আমি বিদ্যালয়কে ছুটী দিয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা ভোগ করতে এসেছি। ছুটীর পরে অনেক ছাত্রবৃন্দ হবে—১০০ জন ছাড়িয়ে যাবে—তখনকার জন্যে আরো জন তিনেক সদুৎসাহী ইংরেজি বাংলায় অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক খোঁজ করচি। আপনি কি হুগলি ট্রেনিং অ্যাকাডেমের শিক্ষক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন? তিনি কি রকম লোক? তাঁর শিক্ষা দীক্ষা কি রকম? বিদ্যালয়ে লোকের অভাবে আমাকে বড়ই পীড়া দিচ্চে। শুধু শিক্ষক হলে হবে না। মানুষ হওয়া চাই। আশা করি সপরিজনে ভাল আছেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার,

যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল—তাহার পরে আর ফিরিল না।

আমি আগামী কল্য শিলাইদহে পদ্মায় বাস করিতে যাইব। সেখানে মেয়েদের লইয়া কিছুদিন থাকিবো—তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া বোলপুরে আমার কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ,

ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি; আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইব—আমি পরাভূত হইব না।

আপনি নিজের কোনো সংবাদ লেখেন নাই কেন? ওখানে আপনার কাজ কিরূপ চলিতেছে? পরিজনবর্গের অস্বাস্থ্য লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন তাহা বোধ করি কাটিয়া গিয়াছে।

আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম—আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি ত জানেন কোনদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই। আমি চূড়ান্ত ভাবে "না" বলিতে আজও শিখি নাই। যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।

বিজয়বাবুর সংবাদ কি? কিছু লিখিতেছেন?

গদ্য গ্রন্থাবলীর কোন্ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন ভুলিয়াছি বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। মনে করাইয়া দিবেন। ইতি ২৪শে মাঘ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

ও সব কথা আর তুলবেন না—যা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন—জীবনের কত স্তুতি নিন্দা কত সম্মান অপমানের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি—সদ্য যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে—এমনি করে একদিন সমস্ত বাদ বিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব তার পরে যা সত্য তাই স্থির হয়ে থাকবে তাতে আমার ব্যক্তিগত কোন লাভও থাকবে না কোন লোকসানও থাকবে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে

এই খানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়—অন্তত আমি ত এই খানেই চুকিয়ে দিলুম—। এতে বৃথা অনেক সময় যায়—আমার ত আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানা-টানি করে না মারে—সব পাপ শান্ত হোক।

পৃথিবীতে আইন বলুন আদালত বলুন সবই ত আধ খেঁচড়া—সম্পূর্ণতা কোন্ ব্যবসায়েই আছে? এই সমস্ত জড়তা জটিলতা অস্ফুটতার মধ্যে দিয়েই মানুষ আপনার ইচ্ছাকে সফল করতে চেষ্টা করচে। যে দেশে সকল বিচারকই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেখানে আইন আদালতের প্রয়োজনই হয় না। চোর জুয়াচোরের যখন অভাব নেই তখন কুবিচারকেরও অভাব থাকতে পারে না—কারণ চোরও ত অবস্থা ভেদে বিচারকের আসনে স্থান পায়। যে উপকরণে চোরকে গড়ে সেই উপকরণে বিচারককে গড়বে না এমন স্বতন্ত্র কারখানাঘর ত জগতে নেই। জড়িয়ে মিশিয়ে ভালয় মন্দয় সমস্ত তৈরী হয়ে উঠছে অতএব বাস্তব ব্যাপারের কাছে খুব বেশী কিছু দাবী করবেন না—অথচ এই বাস্তবের সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর থেকেই পরিপূর্ণের প্রত্যাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করবেন না। এই আশ্চর্য্য দ্বন্দ্বই হচ্চে মানুষের জীবন। সেইজন্যই গীতা বলেন কাজ করে যান, লড়াই করে যান তারপরে ফল যা হয় তা হবে। বস্তুত উপস্থিত ফলটা কিছুই নয়—কাজের দ্বারা কাজ থেকে মুক্তি লাভটাই হচ্চে চরম সিদ্ধি। এই ত আমার ফিলজফি—কিন্তু

"প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়
কহনা হ্যায়, নেহি করনা।"

ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

বুক পোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই। শ্রদ্ধার সহিত যদি পড়িয়া দেখেন তবেই আমার মূল্য লাভ হইবে—তার বেশী আর কিছু দিবেন না। সমস্ত খণ্ড শেষ হইতে এক বৎসরেরও উপর লাগিবে, অতএব দিব্য অবকাশ মত রহিয়া বসিয়া পড়িতে পারিবেন।

আমার কি, দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহার সত্য পরিচয় পাওয়া দরকার; সেই পরিচয় পাওয়া গেছে—অতএব এই পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই প্রতিকারের পত্তন করিতে হইবে—মিথ্যা স্বপ্নের উপর করিলে কোনো ফল নাই।

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মীরার বিবাহ স্থির। স্থান শান্তিনিকেতন। পাত্র শ্রীমান নগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হলুম। মাঝে আমি দীর্ঘকাল নির্ব্বাসনে ছিলুম—অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে বোলপুরের বাহিরেই কাটাতে হয়েছে। আবার সম্প্রতি ফিরে এসেচি। কিন্তু এখন আমার কাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেচি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেচি। এই

অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথ ঘাট সংস্কার করে, জল কষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দু সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক একদিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি।

এমন সময়ে আপনি আমাকে আহ্বান করেচেন। এ আহ্বান আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল ভাবেই সাড়া দিচ্চে কিন্তু নিশ্চয়ই জানবেন আমার ক্ষমতা নেই যে আমি অন্য কাউকে কোনো লক্ষ্যসাধনে নিযুক্ত করি। আমি স্বভাবতই leader শ্রেণীর নই। আমার মনে যে চিন্তা আসে সেইটেকে লিখতে পারি এবং যখন দেখি আমার পরামর্শ কেউ কাজে পরিণত করবার কোনো চেষ্টা করচে না তখন আমি নিজের একক চেষ্টায় সেই কাজ আরম্ভ না করে থাকতে পারি না। কিন্তু অন্য কাউকে তাঁর নিজের শক্তির উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে গেলে আমি রাস্তা খুঁজে পাইনে। যাঁরা স্বভাবতই leader তাঁরা মানুষকে উপকরণের মত ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা প্রত্যেককে তার স্বস্থানে স্থাপন করাতে পারেন এইজন্য মানুষরা তাঁদের সাড়া পেলে আর স্থির থাকতে পারে না—সার্থকতা অন্বেষণে তাঁর চারদিকে দেখতে দেখতে

জমাট হয়ে বসে। আমাকে সেই দলের লোক বলে ভ্রম করবেন না—আমি লেখক মাত্র—এবং যেটুকু সাধ্য আছে সেই পরিমাণে সাধকও বটে। আপনারা যখন প্রীতিগুণে কাছে আসেন তখন মনে উৎসাহের জোয়ার আসে, যখন দূরে যান তখন নিজেকে অসহায় বোধ হয়। ঈশ্বর যে কলম চালানোর ভার দিয়েচেন তার দ্বারা যদি লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ঢেলা ভেঙ্গে কিছু চাষ দিয়ে যেতে পারি—কিছু বীজ বোনাও যদি সারা হয় তাহলেই আমার কাজ সাঙ্গ হবে—কিন্তু ফসল ঘরে তুলে মাড়াই করে গোলা পূর্ণ করবার মত সঙ্গতি আমার নেই—আমি কৃষাণ মাত্র। তা হোক আপনারা মাঝে মাঝে কাছে আসবেন আমার কাছ থেকে কাজের ভার নেবার জন্যে নয় আমারই কাজকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে চতুর্দ্দিকে আপনাদের হৃদয় অনুভব করে আমি "আমরা" হয়ে উঠতে পারি। আপনাদের বল আমাকে দিন—আমার বল আছে বলেই যে তার আকর্ষণে যোগ দেবেন তা নয় কিন্তু আপনাদের বল আছে বলেই আমাকে দান করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমার যে মিলন হয়েছে তা ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সার্থক করে দেবেন। ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাপ মারা গেছেন হয়তো সংবাদপত্রে সে খবর পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার পরিবার এবং সন্তোষের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি ত ঋণ ছাড়া আর কিছুই জমাইয়া যাইতে পারেন নাই—আর রাখিয়া গিয়াছেন চারটি অবিবাহিতা কন্যা। সন্তোষ আপাততঃ আমেরিকাতেই যাহাতে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াই পত্র লিখিয়াছি। সেখানে

চেষ্টা করিলে এখনি সে মাসে ৩০০।৪০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র কলেজের ছুটীর তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা জমাইয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল—অল্প মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পুজোর ছুটীতে আমাদের কোনো কোনো অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন—দিনুও গিয়াছিল। সেই সময়টাতে বিদ্যালয়ে শারদোৎসবের নিমন্ত্রণে সত্য আসিয়াছিল, পশ্চিমের যাত্রীদিগকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মন উতলা হইয়া উঠিল। কাহারো নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া বাহির হইয়া গেল। লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দিনুকে জ্বরে ধরিল। সেখান হইতে দুইজনে অজিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। দিনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চার দিনের জ্বরে ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।

আপনার সঙ্গে কত কাল দেখা হয় নাই। বোধ হয় সম্বলপুরে গিয়া অবধি এদিকে আর আসেন নাই। যে বিদ্যালয়টিতে চারা অবস্থায় জল সেচন করিয়া গিয়াছেন ফল ধরিবার কাছাকাছি সময় এখন তাহাকে একবার দেখিয়া যাইবেন না? আপনাদের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে কেবল এক জগদানন্দ অতীত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন—আর সকলেই নতুন লোক সমস্যাও নূতন নূতন উঠে—জালে কতবার কত গিঁঠ পড়িয়া যায়—আমাকেই একলা বসিয়া সেই গ্রন্থি মোচন করিতে হয়।

এখানকার লাইব্রেরি হইতে বই লইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন—পাঠানো ও ফিরিয়া পাঠানোর উৎপাত ও তজ্জনিত ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়া আর কোনো আপত্তিকর কারণ দেখি না। কেন না দেখিতেছি অধ্যাপকগণ ছুটীর সময় বাড়ীতে বই লইয়া যাওয়াই নিয়ম

করিয়া তুলিয়াছেন এমন অবস্থায় আপনার বেলায় লাইব্রেরির দ্বার রুদ্ধ করা চলিবে না। আপনার যে বই আবশ্যক হইবে অজিতকে লিখিবেন —অজিতই লাইব্রেরির অধ্যক্ষ।

রথী ও সন্তোষ আগামী জানুয়ারিতে গ্রাজুয়েট করিবে। রথী তাহার পরে সেখানে কোনো কৃষিক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করিয়া পাকা হইয়া আসিবে এইরূপ সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু সন্তোষের পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা বলিতে পারি না—হয় তো উদ্বেগগ্রস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। পোড়া দেশের যে অবস্থা তাহাতে আমার ইচ্ছা করে না যে তাহারা আসে।

মাঝে মাঝে চিঠিতে আপনাদের সংবাদ দিবেন। আর যদি সুযোগমত দেখাও দিতে পারেন ত কথাই নাই। গদ্য গ্রন্থাবলী নিয়মমত পাইতেছেন ত? শেষ বই বাহির হইয়াছে "সমাজ" তাহার পর হইতেই ছাপাখানার আর সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫।

বোলপুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নিবেদন পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনি এত অল্পে আঘাত পান—সেই আঘাতের বেদনা আবার আমাদেরও ফিরে এসে লাগে, এবারে বিজয়ার সময় কলকাতায় ছিলাম না—তখন সপরিজনে বোটে শিলাইদহে ছিলাম—সেখানে শরীর একেবারেই ভাল ছিল না—জ্বর প্রভৃতি নানা উপসর্গে

অনেকদিন ভুগেছিলুম—তার সঙ্গে নানাবিধ দুশ্চিন্তা জড়িত হয়েছিল—সেইজন্যে আপনার বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ আমার অন্তঃকরণে ফলিত হয়েও প্রতিফলিত হবার সুযোগ হয় নি। সে জন্যে আমি ত নিজেকেই করুণার পাত্র বলে মনে করি। যাই হোক আপনি এ বিশ্বাস দৃঢ় করে রাখবেন যে এখানে আপনার আসনটি যত্নেই রয়েছে এবং দ্বার রুদ্ধ হয় নি। আপনি অন্যায় সংশয়ের দ্বারা আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

এখান থেকে নভেল প্রভৃতি যে রকম বই আপনি ইচ্ছা করেন অজিত আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে—তাতে আপনি সঙ্কোচ করবেন না। বিদ্যালয়ের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাস নিতে হচ্চে তাতে ক্লাসের সুবিধা হচ্চে কি না বলা কঠিন কিন্তু আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্চে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

যোগেন্দ্রবাবুর কাছে যথাসম্ভব আপনার সমস্ত খবর নিয়েছি। আমার নিজের খবর ভালই। অভিযোগ করবার বিষয় বিশেষ কিছুই দেখছিনে—জমিদারিতে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কিছু অর্থাভাব ঘটেছে—কিন্তু সে অভাবটাকে এমন সীমায় ঈশ্বর নিয়ে যান নি যাতে নালিশ দায়ের করা যায় বা আপিল মঞ্জুর হতে পারে। তা ছাড়া মনে মনে ঠিক করে আছি মামলা আর করব না তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগইনি—ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।

আজ বর্ষ শেষ—কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হবে। প্রার্থনা করি যে নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয় একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জ্জনারই মৃত্যু নেই না কি?

নববর্ষ আপনার জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণের ভার অঞ্চলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যাই নিয়ে আসুক সুখই হউক দুঃখই হউক আপনি তাকে অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করবার শক্তি লাভ করুন।

আপনি আমার বইগুলি পাচ্ছেন কিনা খবর দেন না কেন? প্রকাশকরা যদি ফাঁকি দেয় আমার ত জানবার কোনো উপায় নেই। গদ্য গ্রন্থাবলী সবগুলি এবং "শান্তিনিকেতন" পাচ্ছেন ত? ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

এবার কিছু বৈষয়িক ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেছি। এইটে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই এবারকার মত বিষয় ব্যাপার থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেতে পারব এই রকম আশা হচ্চে

আপনার দক্ষিণ হস্তের রাখী আপনার দাক্ষিণ্য বহন করে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে আমি সাদরে তা গ্রহণ করলুম।

আমার গ্রন্থাবলী এবং শান্তিনিকেতন বোধ হয় সবই হস্তগত হয়েছে। ইতিমধ্যে চয়নিকা প্রভৃতি যে দুই একখানা বই বেরুচ্চে—প্রকাশকেরা তা আমাকে উপহার স্বরূপে দিতে কৃপণতা করচেন। সেই জন্যে আমিও কাউকে দিতে পারচিনে।

রথীকে শিলাইদহে রেখে এসেছি। সেইখানেই তার কর্ম্মের রথ তাকে চালাতে হবে।

ছুটীর সময় আসচেন না বুঝি? সবশুদ্ধ আছেন কেমন? ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

জনশ্রুতি ঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর বোধ করি কিছু প্রবল এই জন্যই ছোট কথা বড় হইয়া উঠে। আসল কথা, যে ব্যবস্থা আছে তাহার চেয়ে এত ভাল করা যাইতে পারে যে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ছেলেরাও ওখানে কষ্ট বোধ করে না—কিন্তু তাহাতে অর্থের প্রয়োজন—

এবং অমন উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই। যাহারা সচরাচর মেসে খাইয়া কষ্টে পড়াশুনা চালায় তাহারাই আমার এখানে পড়িতে আসে—অতএব তাহাদেরই উপযোগী বেতন ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই। আপনি ত জানেন রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। তখনকার আহারাদির চেয়ে এখনকার বন্দোবস্ত ভাল বই মন্দ নয়। মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্রে খায় থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোন পার্থক্য রাখি নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমার সামর্থ্য থাকিলেও ছাত্রদিগকে বর্ত্তমানের অপেক্ষা অধিক আরামে রাখিবার চেষ্টা করিতাম না। আতুরে ছেলেদের আদর ঝাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় শিক্ষা। ইহাতে যে অভিভাবক কষ্ট বোধ করেন তাঁহারা নিজের কোলের উপরে বসাইয়াই ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন তাহাতে কেহ বাধা দিবে না।

রথীকে বোম্বাই ঠিকানায় বেলা পত্র লিখিতেছে তাহাতে আপনাকে খবর দিবার কথা লিখিতে বলিয়া দিলাম। যদি সে চিঠি তাহার হস্তগত হয় তবে আপনিও যথা সময়ে তাহার কাছ হইতে সংবাদ পাইবেন।

কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিতে দেরী হইয়া গেল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার চিঠিখানি পেয়ে উদ্বিগ্ন হলুম। আপনি যদি মেয়ো হাঁসপাতালে থাকতে ইচ্ছা করেন তবে এই সঙ্গে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে যে পত্রখানি দিলুম সেটি ব্যবহার করে দেখবেন—আমার বিশ্বাস সেখানে তাঁর কাছে বিশেষ যত্ন পেতে পারবেন।

রথীকে নিয়ে আমি এতদিন জলপথে ঘুরছিলুম—দিন তিনেক হল ফিরেছি, রথী শিলাইদহে আছে। আমি আবার কাল লুপ মেলে বোলপুর যাচ্ছি।

আপনি হতাশ হয়ে নিজের মনকে পীড়িত করবেন না, তাতে আপনার আরোগ্যের ব্যাঘাত ঘটবে। আপনি নীরোগ হয়েছেন এই সংবাদটি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

কয়দিন হইল কলিকাতায় আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় আমি অহরহ এমন জনতার মধ্যে থাকি যে কোনো কাজ বা অকাজ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাই উত্তর দিতে পারি নাই।

হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানীর অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই জানি। সুরেন তাহার সেক্রেটারি। এ কেম্পানী সম্বন্ধে আমার মনে ত কোন আশঙ্কা নাই। আপনি সুরেনকে আপনার পরিচয় দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেই সকল কথা অবগত হইবেন।

রথীর সঙ্গে এতদিন বোটে করিয়া জলপথে বেড়াইতেছিলাম। আবার তাহাকে লইয়া বোলপুরে চলিলাম। সেখানে দুই চারিদিন থাকিয়া সম্ভবতঃ সে শিলাইদহে ফিরিবে। ইতি ১৩ই ভাদ্র ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ,

বিজয়ার সাদর অভিবাদ গ্রহণ করিবেন।

সম্প্রতি শিলাইদহে রথীদের আতিথ্য অবলম্বন করিয়াছি। ছুটীটা এখানেই কাটাইব মনে করিতেছি।

রথীরা এইখানে ঘরকন্না পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে—এখন হইতে এইখানেই তাহার স্থিতি। সন্তোষ বোলপুরে গোষ্ঠলীলায় নিযুক্ত আছে। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ,

ছেলেরা আপনার উপর রাগ করে নাই। প্রথমত রথী ত রাগ করিতেই পারে না—কারণ কার্য্যবশত সেও বোলপুরে আসিতে পারে নাই—দ্বিতীয়ত সন্তোষের রাগী স্বভাবই নয়। আপনি যদি ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতেন তাহা হইলে আমি নিতান্তই দুঃখিত হইতাম। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন দেখি না।

আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিষটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার স্বীকার করিব না ইহাতে যতই দুঃখ পাই না কেন, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিলে তবেই একদিন সমাজ সিধা হইতে পারিবে—নিজের বুকের রক্ত দিয়া যতই ইহার খোরাক জোগাইবেন বুকের রক্তের প্রতি ইহার লোভ ও দাবী ততই আরো বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার যথার্থ প্রতিকার হয় না—কারণ, যে সকল প্রথা সমাজের লোককে বেদনা দিতেছে তাহারা যে বেদনাকর ইহা বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে—তুমি যা খুসি তাই কর—তখনই সমাজ ভালমানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

আমি এখন শিলাইদহে ছুটীটা রথীর আতিথ্যে যাপন করতেছি। এখানে আমার ছোট কন্যা এবং জামাতাও আছে। সকলে মিলিয়া বেশ আনন্দে কাজকর্ম্ম এবং চাষ বাস লইয়া আছে। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

পাঁচ ছয় দিন হইল বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি; কি উপায়ে শোধ করিতে হইবে এখন হইতে তাহা চিন্তার বিষয়। প্রাচীন দেনার বোঝা যাহা কাঁধে চড়িয়া বসিয়া আছে তাহা সিন্ধবাদের সেই স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তিটির মত, তাহার নড়িবার কোনো তাগিদ্ নাই—প্রতি মাসে তাহার সুদ জোগাইতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন চপলা লক্ষ্মী আমার প্রতি নিগ্রহ সম্বন্ধে কিরূপ অচপল—অনেকদিন হইতেই আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহার সমভাবেই আছে। আমার হাতে দেনা কেবলি বাড়িয়া চলিয়াছিল দেখিয়া বিষয়ের ভার সম্পূর্ণ রথীর হাতে দিয়া আমি সংসারের রণে হার মানিয়া ভঙ্গ দিয়াছি। ঋণ দিয়াই সে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে পরিশোধ দিয়া যদি শেষ করিতে পারে তবেই সে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান।

উচ্চ সুদে ধার করিয়া দেওয়া ছাড়া যদি আর কোনো রাস্তা থাকিত তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আপনাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া দিতাম। কিন্তু যে নিজে ডুবিয়াছে সে অন্যকে কূলে টানিয়া তুলিবে কি করিয়া?

সমাজদেবতার কাছে বলি দিবার প্রথা আরো কতদিন চলিবে জানি না। রক্ত কি আর কিছু বাকি আছে? দুঃখ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ শিক্ষা হইতেছে না—সমাজ কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত না গিয়া কোনোমতেই ক্ষান্ত হইবে না? অমঙ্গলকে স্বীকার করিতেছি প্রত্যেকেই অথচ প্রতিকার করিতেছি না কেহই এমন সাংঘাতিক জড়ত্ব পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি দেখা গিয়াছে? যে সমাজ সমাজের আশ্রিতবর্গকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না সেই সমাজকে মানিয়া চলাই অপরাধ। দুর্ব্বল বলিয়াই দুঃখের ভয়ে মানি, মানি বলিয়াই দুঃখ পাই—এই চক্র এমনি করিয়াই ফিরিতেছে। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩১৮।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অসুস্থ শরীরের ক্লান্তিতে বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি। ডাক্তারের এই বিধান। কিছু বলসঞ্চয় করে নিয়েই য়ুরোপে পাড়ি দেবার ইচ্ছা। ঠিক কবে যেতে পারব এখনো নিশ্চিত বলা যায় না। এখানকার কাজ ত অনেক করেছি—দেশ গ্রহণ করুক বা না করুক আমার তরফে কোনো কার্পণ্য হয় নি। ওপারের লোক আমাকে প্রার্থনা করচে—এখন সেখানেই আমার স্থান। যেখানে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই কি আমার সত্য জন্মভূমি?

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১৬ই অক্টোবরের জাহাজ বোম্বাই ছাড়বে—তার ৩।৪ দিন আগে আমাদের রওনা হতে হবে। এরই মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে। মাঝখানে এমন একদিনো সময় পাব না যখন ফাঁকতালে আর একটা ছোটখাটো ভ্রমণ সেরে নেওয়া যেতে পারে। যদি B. N. R. দিয়ে যাত্রা কর্ত্তুম তাহলেও একবার উঁকি মেরে আসা অসম্ভব হত না—কিন্তু এলাহাবাদ হয়ে যাবার কথা হচ্চে—এলাহাবাদে সত্য আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনার সাদর নিমন্ত্রণটি মনের মধ্যেই তোলা রইল সেটিকে কাজে লাগাতে পারা গেল না। এবারকার মত সমুদ্র পারেই চল্লুম—তার পর ফিরে এসে যদি ভ্রমণের ঝোঁকটা না মিটে যায় তাহলে ভারতবর্ষেই কিছু ঘোরা-ফেরা করে নেব—আপনার নিমন্ত্রণটি যদি ততদিন পর্য্যন্ত কায়েম থাকে তাহলে সেটি যথারীতি আদায় করে নেব। মনে ত করচি—এখন থেকে খাঁচায় বসৎ তুলে দেওয়া গেল—বাকি কটা দিন উড়ে উড়েই কাটিয়ে দেবো।

আপনি বোধ হয় জানেন না রথী এবং বৌমা আমার সঙ্গে বিলাত যাচ্ছেন। রথী মাস তিন-চার থেকে চলে আস্‌বেন—আমরা হয়ত বছর খানেক অথবা ভাল লাগলে তার চেয়ে বেশি দিনও থাকতে পারি—অতএব দীর্ঘকালের জন্য আপনাদের নমস্কার করে পাড়ি দিতে চল্লুম। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩১৮।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Hawarden
Race Course
Coimbatore.

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনি এত বড় অদ্ভুত ভুল করলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার বর্ণিত হেডমাষ্টারের কোনখানে মেলে? আপনি চলে যাবার পরে হিতৈষীবর্গের তাড়নায় আমি বীরভূমের কোনোও জেলা ইস্কুল থেকে একটি ভদ্রলোককে তাঁর হেডমাষ্টারি সমেত সমূলে উৎপাটিত করে আমাদের বিদ্যালয়ে রোপণ করেছিলাম। কিন্তু মাটির গুণে এখানে তাঁর শিকড় বস্‌ল না। আপনাকে ফিরে পেলে তো আমরা হরির লুট দিই—কিন্তু সেই আমাদের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টারটি কে? নৈব নৈবচ, দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি। এখান থেকে সিংহলে যাবার কথা আছে। বাঙালী বিজয়সিংহ এককালে সেখানে জয় করতে গিয়েছিলেন, আমি যাচ্চি ভিক্ষা করতে। ফিরব ডিসেম্বরে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯২২।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সাদর নমস্কার নিবেদন,

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বক্তৃতাটি যাতে বহু সংখ্যক পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছয় এই মনে করেই প্রবাসী ও ভারতীতে ছাপিয়েচি। সবুজ পত্রের পাঠক অল্প এবং এবারে অনেক বিলম্বে ওটা ছাপা হওয়াতে সবুজ পত্র বেরুবার আগেই অন্য কাগজে

ছাপতে হল। ঐ বক্তৃতাটি যদি কেবল মাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হত তাহলে কথাই ছিল না। যা হোক্ যাতে ওটা আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যস্ত আছি। ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩২৪।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

রথীর পরীক্ষা নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গেছে, তাকে য়ুরোপ যাবার পাথেয় গতকল্য পাঠিয়েছি। সে একবার ফ্রান্স ও জর্ম্মানিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক। বোধ হয় এই বৎসরের শেষ ভাগে সে সশরীরে ফিরে আসবে।

সন্তোষ বেশ ভাল পাস করেই B. S. ডিগ্রি পেয়েছে। অর্থাৎ Bachelor of Science। ও সেখানে আরো দু বছর থেকে উপার্জ্জন করে কিছু মূলধন হাতে নিয়ে দেশে ফেরবার সঙ্কল্প করেছে।

আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাদি বালক বিদ্যালয়েরই সমান। যদি ইতিমধ্যে এখানে একবার আসেন তবে সমস্ত স্বচক্ষে দেখে শুনে তার পরে যথা বিহিত স্থির করবেন।

আপনাকে চিঠি লিখচি কিন্তু তিনদিকে তিন জন লোক বসে। ওদিকে আজই লুপ মেলে বোলপুর যাত্রা করবো তার সময় আসন্ন। আজকাল ভাবের ক্ষেত্র থেকে কাজের ক্ষেত্রে নেমে অবধি সময়ের অত্যন্ত টানাটানি—এ পর্য্যন্ত আপনাকে সুস্থভাবে এক লাইন লেখবার সময় পাই নি। আজ এখনি না

লিখলে আর অবকাশ হবে না বলে কোন মতে লিখে দিচ্চি। আশা করি হাতের অক্ষর ও ভাষা বুঝতে গোল হবে না—যদি গোল ঠেকে যখন দেখা হবে সমস্ত বোঝাপড়া করে নেওয়া যাবে। ইতি ১১ই বৈশাখ ১৩১৩।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

অপমান ত অনেক সহিয়াছি—বোধ করি সম্মানও সহ্য করিতে পারিব। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। যিনি মান দিয়াছেন তিনিই আমার মান রক্ষা করিবেন একেবারে কাৎ হইয়া পড়িতে দিবেন না। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২০।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

সত্য বলিয়াছিলাম বলিয়া দেশের অনেক লোক রাগ করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে এই অসম্মানই আমার ভূষণ বলিয়া এতদিন গলায় ধরিয়াছি আজও ইহা বহন করিব অতএব এ লইয়া আপনি লেশমাত্র দুঃখবোধ করিবেন না।

অসম্মানের চেয়ে সম্মান আমাকে অনেক বেশি ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সেজন্যে চিঠি ছোট করিতে হইল।

ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সাদর নমস্কার সম্ভাষণ,

আপনার শরীর অনেকটা সারিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। রথী কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে।

এলোপ্যাথি ব্যবস্থায় যখন উপকার পাইয়াছেন তখন আর চিকিৎসার বদল করিবেন না, যদি বোঝেন জ্বর সারিতেছে না তখন চেষ্টা দেখিবেন।

সর্ব্ব প্রকারে আপনার কল্যাণ হউক নববর্ষারম্ভে এই আমি কামনা করি। ইতি ৬ই বৈশাখ ১৩২১

আপনাদের

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটা এতই সহজ যে ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে যদি চ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্ম্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান—অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরচে, পাতা শুকচ্চে, ডাল মরচে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেচে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হলো না। Factsএর দিকে দেখি জরা মৃত্যু Truthএর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্ত্তে বনের

সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তাহলে অনাদিকালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত—এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্চে মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলচে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করচে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্চে। সর্দ্দার বল্‌চে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে—আচ্ছা দেখ যদি তাকে ধরতে পারিস ত ধর—প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ ত মারা যেত। ইতি ২০ মাঘ ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

অনেকদিন পরে আপনার চিঠিখানি পাইয়া বড় আনন্দ হইল।

বন্দেমাতরমের নামে দেশে যে একটা দুষ্কৃতির ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা psychology আছে—ঘরে বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আগে হইতে ভাবিয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হই নাই—আপনা আপনি কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিবেন।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে মাঘের মাঝামাঝি একটা অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে—তাই লইয়া বিষম ব্যস্ত আছি। একবার ধাঁ করিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইবেন না কি? ইতি ২৮ পৌষ ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার আত্মজীবনীর একটি ছোট অধ্যায় পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। সন্তোষকে দেব, ওদের শান্তিনিকেতনে বের করবে। এখানে আমাদের কাজ হঠাৎ নানা শাখাপ্রশাখায় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েচে। তাই নিয়ে আমাদের নিরন্তর চিন্তা

ও চেষ্টা করতে হচ্চে অবকাশমাত্র নেই। দুই একজন উৎসাহী অথচ পাকা লোক যদি পাওয়া যেত তাহলে অনেকটা ভার লাঘব হত। আপনি যে আর এক স্রোতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েচেন। এখন আপনাকে আর ফিরিয়ে আনবার পথ নেই—নইলে আপনাকে ছাড়তুম না। আমার এখানে সমুদ্রপার থেকে কেউ কেউ আসচেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক কাজ পাওয়া যাচ্চে। আপনি যদি কোন এক অবকাশে একবার এসে দেখে যান তাহলে অনেক নতুন জিনিষ দেখতে পাবেন, এ জায়গা চিনতে পারবেন না। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমাদের বাড়ীতে আমরা একরকম লম্বাগোছের কাপড় ব্যবহার করে থাকি, সেই বেশ আপনি যদি পছন্দ করেন তবে কেন গ্রহণ করবেন না তার কারণ বুঝি নে। তার পরিমাণের প্রাচুর্য্য দেখে কেউ কেউ ভয় পান, কিন্তু প্রাচ্যবেশের ঔদার্য্যই ত সেই প্রাচুর্য্য নিয়ে। কিছু বদল সদল করে নিতে পারেন। আমার নিজের জিনিসপত্র কোথায় কি আছে তার ঠিকানা জানি নে—একটা নমুনা পাঠাবার চেষ্টায় রইলুম। নববর্ষের সাদর নমস্কার। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলং—আসাম

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনাকে চিঠি লেখার পরদিনই শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেছি। তার উপরে আমার একমাত্র ভৃত্য ছুটি নিয়ে তার জন্মস্থানে চলে গেছে। তাই আপনাকে কাপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি। কোথায় আমার সম্পত্তির কোন্ অংশ আছে আমি নিজে জানিনে। অতএব বর্ষার সময়ে শান্তি-নিকেতনে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে কাপড় পাঠাবার সুবিধা করতে পারব না। আশ্রমে ফিরে গেলে একবার মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েচি। ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩৩০।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সুহৃদ্বরেষু,

মাঝে মাঝে শরীর বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে ওঠাতে চিঠিপত্র লেখা একরকম বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার পূর্ব্বের চিঠির উত্তরে রথীকে বলেছিলেম ছুটীর সময়ে আপনাকে আসতে লিখতে—নিশ্চয় সে ভুলে গেছে। এখনো যদি সময় উত্তীর্ণ হয়ে না থাকে তাহলে একবার মোকাবিলা করে যাবেন। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩৩২।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

আপনাদের ওখানে যাঁরা যাঁরা আমার জন্মদিনে আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন।

পুরাণে যে ইন্দ্র মন্দর পর্ব্বতের ডানা কেটে তাকে অচল করে দিয়েছিলেন বর্ত্তমান যুগে আমার প্রতি তিনি হস্তক্ষেপ করেচেন। আমি আমার এই ঈজিচেয়ারের অস্তশিখর অবলম্বন করে আছি—এই নিশ্চলতার রাত্রি অবসান হোক্ তারপরে আপনাদের দিগন্তে একবার আহ্বান করে দেখবেন। ইচ্ছা থাকলে রাস্তা পাওয়া যায় কথাটা সত্য, পা-দুটো যদি ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই। পদের অসামর্থ্যেই আমি বিপদাপন্ন। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩৩২।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন এবং ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে দেবেন। ইতি ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৪]

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

প্রীতি নমস্কার,

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানবেন। আমি কেবলমাত্র কবি, তারচেয়ে বেশি কিছুই নই। দেশকে নতুন করে গড়বার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলেই স্বতই এতদিনে তার পরিচয় পেতেন। যে কাজ পারি তা সাধ্যমতো করেছি, যা পারিনে তা যদি করতে যেতুম তাহলে অঘটন ঘটাতুম। অহঙ্কারের তাড়নায় নিজের সহজ সীমা লঙ্ঘনের চেষ্টায় পৃথিবীতে বিস্তর দুষ্কর্ম্মের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এই বয়সে আমার উপর সে দুর্গতির ভার চাপাতে চান কেন? অকৃতিত্বের অপবাদ সইতে রাজি আছি কিন্তু নির্বুদ্ধিতার নয়। আপনার চিঠিতে একথাও লিখেছেন ঘোরা ফেরা ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখি নে কেন—অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করি তাও আপনার মনঃপূত নয়। সখ করে কাজ করি নে, দায়িত্ব অন্তরে এসে চেপে বসে চালনা করে, সে দায়িত্বের ক্ষেত্র ক্ষমতার সীমানার মধ্যেই। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৬।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম এখনো জের ফুরোয় নি। ক্রিষ্টমাসের সময় আশ্রমে উপস্থিত থাকব। আপনি এলে দেখা-সাক্ষাৎ আলোচনার সময় করে নেব। ইতি ৬ই নবেম্বর ১৯২৭।

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

আমি যে কত ক্লান্ত এবং ছোট ছোট কত কাজ ও অকাজের দায় আমার এই পরিশ্রান্ত জীবনটাকে নিয়তই গুরুভারে আক্রান্ত করে রেখেছে যদি জান্‌তেন তাহলে আপনি আমার নিরুত্তর লেখনীকে ক্ষমা করতেন। আয়ু যখন শেষের দিকে আসে তখন যেটুকু কাজ নিতান্তই নিজের সেইগুলিরই দাবী স্বীকার করে আর সমস্ত ত্যাগ না করতে পারলে গুরুতর ক্ষতি হয়। তৎসত্ত্বেও সংসারে থাকতে গেলে একেবারে নিছক স্বধর্ম্মটুকু পালন করে চল্‌লে চলে না। অনেক বাজে করতে হয় বাজে লোকের উদ্দেশে। প্রায়ই বঞ্চিত করি বন্ধুদেরই। যখন থেকে বুঝেছি যে শরীরটাকে মেরামত করে মজবুৎ করে তুলতে পারবো না তখন থেকেই আবার আমার এখানকার সমস্ত কর্ম্মভার নিজে তুলে নিয়েছি—যতদিন বাঁচি যথাসম্ভব এটাকে সম্পূর্ণ করে যেতে ইচ্ছা করি। অথচ উদ্যমশক্তি এখন অপর্য্যাপ্ত নয়, তাই কৃপণতা করা ব্যতীত আমার অন্য উপায় নেই। দরাজ হাত তাকেই শোভা পায় যার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সম্বল আছে। আমার হয়েচে অভ্যক্ষ্য ধনুর্গুণ। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮।

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan

প্রীতি নমস্কার,

বিলাতী নববর্ষ দিনের শুভ কামনা নিবেদন গ্রহণ করবেন।

শান্তিনিকেতনের কাজের ভার আবার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি। শরীরে শক্তি লাঘব ঘটেচে তাই বলে কর্ম্মের

দায়িত্ব লাঘব করা চলবে না। যতদিন আয়ু আছে ততদিন লগি ঠেলতে হবে, কর্ণধার ছুটি মঞ্জুর করচেন না।

রথী ফিরে এসে কাজে লেগে গেছে। শ্রীনিকেতনের ভার সম্পূর্ণ তার উপরে। খুবই ব্যস্ত হয়ে আছে। আজকাল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নৈমিত্তিক উপদ্রপ হচ্চে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো। এক একদিন বিশ পঁচিশ জন লোক এসে সাইক্লোনের মত আশ্রমময় পাক খেয়ে বেড়ান কাজ করা দায় হয়। লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করি—তাঁরা চেষ্টা করেন টেনে বার করতে। জয় হয় তাঁদেরই। ইতি ৫ই জানুয়ারী ১৯২৯।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিভাজনেষু,

নাগপুর দিয়ে আসা সম্ভব হল না। বিলিতি ডাকগাড়ি অনুসরণ করে চলে আসা গেল। অন্য কোন উপলক্ষ্যে নিশ্চয় দেখা হবে। রথী অনেকটা সুস্থ হয়েচে, তবু যথেষ্ট সাবধানে থাকা আবশ্যক। আমার শরীরের অবস্থা বয়সেরই উপযোগী পঞ্জিকা সংশোধন করতে না পারলে আর সংশোধন অসম্ভব। এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্থাবর অবস্থায় দিন যাপন করতে হবে। ইতি ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার,

অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে, ডাকঘর বিবর্জ্জিত জল পথে। সেখান থেকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি স্বভবনের শয্যাতলে।

কিছুকাল থেকে নিজে চিঠিপত্র খুলি নে জবাব যায় পরের হাত দিয়ে। এ যুগে বাণপ্রস্থের সুযোগ নেই সেই জন্যেই ঘরের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্যের বেড়া তুলতে হয়—সত্তর বছরের পরে কর্ত্তব্য অপালন করার অধিকার দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু, কমলি নেই ছোড়তি—বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠ্‌তে হবে রেলগাড়িতে—সেটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য তাগিদে। যে দায় ঘাড়ে পড়েছে তাকে বহন করতে হবে যতদিন না শ্মশান পথে আমি শেষ বহনীয় হই। ষ্টেট্‌সম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করেচে। কাজ শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে—তবু চেষ্টা করি ক্ষীয়মান শক্তি যতটা বাঁচাতে পারি। চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্যে চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে—তাতে নিন্দা পাবার আশঙ্কা আছে—কিন্তু নিন্দাবাক্য লিপিবদ্ধ আকারে যাতে আমার কাছে না এসে পৌঁছয় পরিজনবর্গ সেরকম সতর্কতা অবলম্বন করেচেন। অর্থাৎ বেঁচে থেকে মৃত্যুর যতগুলি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করা যাচ্চে। কিন্তু বেড়ার মধ্যে ফাঁক আছে এত যে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক মনে আরাম কেদারায় চুপচাপ থাকা অসম্ভব। এই কারণে খবরের কাগজে আমার উদ্যমশীলতার যে সকল সংবাদ পাবেন সময়োচিত তার ব্যাখ্যা করে নেবেন। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩৩।

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ,

পত্র বিভাগের সচিব এখন ছুটীতে। আপনার চিঠিখানি অবাধে আমার হাতে এসে পৌঁচেছে।

জরাসুর ক্রমশই আমার দেহে তার অধিকার বিস্তার করচে। ম্যাণ্ডেটের অবস্থা পেরিয়ে এখন রীতিমত অক্যুপেশনের চেহারা দেখা দিচ্চে। মস্তিষ্ক রাজধানীটার পরে এখনো বোমা পড়ে নি, কিন্তু মেরুদণ্ডটাকে কাবু করেছে, হৃদ্‌যন্ত্রটাও হার মানবার অবস্থায়। সর্ব্বাঙ্গে এই পরাভব বহন করে চুপচাপ করে থাকি, কাজকর্ম্মের দিকে মন নেই, লেখনী চালনাকে উজানে লগি ঠেলার মতো লাগে।

বিজয়ার অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ১০ই অক্টোবর ১৯৩৫।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতি নমস্কার,

ভুল বুঝেচেন—আগেকার সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ এই যে আগে অবকাশের টানাটানি ছিল না এখন কর্ম্মজালে চিন্তাজালে জড়িত হয়ে পড়েচি—উদ্বেগও যথেষ্ট। মনোযোগের শৈথিল্য যদি লক্ষ্য করে থাকেন তার এই কারণ, ছুটী পাবার জন্য সর্ব্বদা মন উৎসুক হয়ে আছে—গুরুভারাক্রান্ত সময়ের বোঝা বয়ে ক্লান্ত হয়ে আছি। ইতি ৩রা পৌষ ১৩৩৮।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তি-নিকেতন

প্রীতিভাজনেষু,

আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে সেই কারণে চিঠি পত্র লেখা এবং পড়া আমার পক্ষে কষ্টকর ও ক্ষতিকর।

বাংলা দেশের দুর্গতির লক্ষণ প্রতিদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, এর কারণ আমাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা। নেতা এবং নীত সকলেরই প্রকৃতিগত বিষের ক্রিয়া দেশের জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করেছে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয় কিছু বলবার চেষ্টা করি, জানি তা ব্যর্থ। আমার দায়িত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, এখন আমি কোনো পক্ষকে বিচার করতে চাই না এবং বিচার করতে আমি অক্ষম। আমার এই শেষ কয়দিনে আমার আপন কর্মক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসে শান্তিতে যাপন করতে ইচ্ছে করি। ভালো মন্দের দণ্ড পুরস্কার যাঁর হাতে তিনিই তার বিধান করবেন। আমি বিদায় নিলুম। ইতি ১০।৯।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মংপু—দার্জ্জিলিং

প্রীতিভাজনেষু,

ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছি।

গীতা সম্বন্ধে আপনার বইখানি পেলুম। এর ভাষা সরল এবং এতে চিন্তার বিষয় যথেষ্ট আছে। ইতি ২০।৫।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মংপু

প্রীতি নমস্কার,

বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কিছুদিন পাহাড়ে কাটানো গেল, ফেরবার সময় হয়েছে। জীর্ণ শরীর সম্পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য নয়। ইতি ২৮।১০।৩৯

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

প্রীতি নমস্কার,

শরীর আমার অকর্মণ্য তাতে সন্দেহ নেই। য়ুরোপে থাকতে দেহ চালনা করতে ডাক্তারেরা আমাকে বার বার নিষেধ করেছে। আমাদের দেশে তাদের নিষেধের দোহাই কেউ মানতে চায় না। তাই দেহের প্রতি পীড়ন বেড়ে চলেছে। যাঁরা দয়া করে ক্ষমা করেন তাঁদের নমস্কার করি। যাঁরা করেন না তাঁদের কাছে আমার স্বাস্থ্যকে আমি বলি দিয়ে আসচি। অনেক সময় এমন দুর্নিবার কারণ ঘটে যে আমার কাজের খাতিরেই অনুরোধ কাটিয়ে উঠতে পারি নে। এই কথাই বার বার মনে হয়, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ বিপত্তি—কারণ শক্তি কমতে থাকে দাবী বাড়তে থাকে—অক্ষমতাবশত অনেককে দুঃখ দিতে হয় এমন দায়গ্রস্ত জীর্ণ জীবন বহন করে লাভ কী। ইতি ১২।১১।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong

প্রিয়বরেষু,

দীর্ঘকাল রোগে ভুগেছিলেন খবর পাই নি সেরে উঠেছেন শুনে খুশি হলুম। আজকাল চারিদিকেই দুঃসংবাদ, দুর্ঘটনা ঘটচে পদে পদে, মনটা খারাপ হয়ে থাকে। দূরে নিকটে এই বিনাশের আবর্ত্তে আমি যে কেমন করে আজও টিকে আছি তাই ভাবি, শরীর মন যেন আলগা বৃন্তে সদ্যঃপাতী হয়ে আছে।

আপনি আমার অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ করুন।

ইতি ১৪।৬।৪০

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ে অকস্মাৎ ক্ষত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাঁহার উপকার হইবে এবং যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয় জানি এই কারণে তাঁহাকে মেয়ো হাঁসপাতালে আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার

পরিচয় পাইয়াছি এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম। ইনি অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন বিশেষত এই পা লইয়া ইঁহাকে দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইল বলিয়া ইনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার নিকট হইতে যত্ন ও আশ্বাস পাইলে ইঁহার মনে বল-সঞ্চার হইতে পারিবে এবং আরোগ্যও সহজ হইয়া উঠিবে এই আশা করিয়া আপনার হস্তে ইঁহাকে সমর্পন করিতেছি—ইঁহার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৩।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে

দেব, তুমি আজ আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছ। এ জীবনে তো নয়ই, জীবনান্তেও তোমার সহিত পুনর্মিলিত হওয়া আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের পক্ষে আশা করাও কেবল দূরাশা পোষণ করা মাত্র। তুমি স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়া অশীতি বৎসরকাল পতিত মানব জাতির আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক হইয়া মহামানবরূপে আমাদের মধ্যে তোমার পুণ্য জ্যোতি বিকীরণ করিয়াছিলে, আমরা ধন্য। মানব জাতি তোমার পূর্ণ প্রতিভার প্লাবনে চিরদিন তোমার পুণ্য-স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধন্য হইবে।

দেবতা, যাহারা তোমাকে নিকটে পাইয়াছিল, যাহাদের তুমি তোমার অমল সুন্দর স্নেহস্পর্শে দূর হইলেও দীন হইলেও কাছে টানিয়া লইয়াছিলে তাহারা সে স্নেহের গর্ব্ব, সে হৃদ্যতার অপরিসীম গৌরব, সাদরে পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত আবহমান কাল অন্তরে পোষণ করিবে—ভুলিতে পারিবে না। তুমি বড় হইলেও তাহাদের ছোট বলিয়া কখন জানিতে দাও নাই, তুমি দূর হইলেও তাহাদের তোমার সান্নিধ্য হইতে ভ্রষ্ট বা বঞ্চিত কর নাই। তুমি তাহাদের আপন করিয়া তোমার উদার হৃদয়ে আত্মীয়ের মত করিয়া স্থান দিয়াছিলে। তাহাদের দীনতা তাহাদের ক্ষুদ্রতা তাহাদের দারিদ্র সত্ত্বেও তোমার বিরাট বিশাল মহাপ্রাণতার মধ্যে তাহারা কখনও কোন বাধা অনুভব করে নাই।

তোমার পারিপার্শ্বিক জ্ঞানীদের, গুণীদের, ধনীদের মধ্যেও তোমার স্নেহের অধিকার বলে তাহারা সকলের সহিত সমান ভাবে উন্নত শিরে তোমার প্রসাদের অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের সে গৌরবের মহিমাময় প্রস্রবণ আজ চিরদিনের জন্য অদৃশ্য কালের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

দেব, তুমি আজ তোমার চিরবাঞ্ছিত দেবতার চরণতলে অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত শান্তির অধিকারী হইয়া পরমানন্দে তোমার দেবতার সান্নিধ্যে বিরাজ করিতেছ—তুমি ধন্য। আমরা তোমার প্রয়াণজনিত বিশ্বব্যাপী অশান্ত শূন্যতা কেমন করিয়া পূর্ণ করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। হে আদর্শ মহামানব, হে দ্রষ্টা, হে এই অন্ধজগতের পথপ্রদর্শক তোমার অসীম প্রেমের, তোমার সহস্রমুখী জ্ঞানের ও আনন্দের প্রেরণার জন্য এখনও আমরা আশা করিয়া তোমারি উদ্দেশ্যে চাহিয়া থাকিব। তোমাকে ভুলিয়া তোমাকে ছাড়িয়া নিঃসহায় হইয়া থাকিতে পারিব না। প্রাণপণে আশা করিব ভূমার সান্নিধ্যে মহানন্দ প্লাবনে আপ্লুত থাকিলেও তুমি আমাদের ভুলিবে না। তোমার স্নেহবন্ধন আমাদের সহিত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

তোমাকে প্রণাম করি।

তোমার দীনসেবক
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বলপুর
৩২শে শ্রাবণ ১৩৪৮
সকাল, সাড়ে ছয়টা।